নূর গাইড

[তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য]

মুফতী নূর মুহাম্মাদ আযীম
মুদীর, মা'হাদুন নূর আল-ইসলামী, ঢাকা

আন-নূর প্রকাশনী

নূর গাইড

প্রথম প্রকাশ :	জানুয়ারি ২০১১ ঈসায়ী
প্রকাশনায় :	আন্-নূর প্রকাশনী
প্রচ্ছদ :	নাজমুল হায়দার
কম্পোজ :	আলহাবীব কম্পিউটার্স
সার্বিক যোগাযোগ :	১-ডি, ৮/৮ মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল :	০১৯৫৭-৬২৫২৮০, ০১৮২৭-২০৯৪৯৩

পরিবেশক : আন্-নূর একাডেমী
১-ডি, ৮/৮, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর, বিশিষ্ট ইসলামী আইনজ্ঞ, পীরে কামেল,
আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা. বা.-এর

বাণী ও দু'আ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ– ইসলাম একটি মুকাম্মাল নেযামে হায়াত তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানুষের শুধু জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্তই নয় বরং জন্মের আগ ও মৃত্যুর পরেরও সার্বিক বিষয় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। একটি মানুষ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করত তদানুযায়ী আমল করলে তার ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ নাস্তিক, ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের সুদুর প্রসারী চক্রান্তের কারণে মুসলমানদের আদরের সন্তান সকালে ঘুম থেকে উঠে যেখানে মক্তবে যাওয়ার কথা, কালিমা, নামায, তাহারাত তথা পাক-পবিত্রতা ও কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করার কথা, সেখানে আমাদের সন্তানরা আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কোথায় যায়? একবারও কী আমরা ভেবেছি এ জাতির ভবিষ্যত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। গ্লোবালাইজেশনের এই নীল নকশার কারণে আমার ভয় হয়, না জানি আমাদের সন্তানেরা নামে মাত্র মুসলমান থেকে যাবে আর কাজে হবে ইয়াহুদী-খৃষ্টান। একথাই বলেছিল ভারত থেকে পরাজয়বরণ করে পালিয়ে যাওয়ার সময় ইংরেজ বেনিয়ারা।

তাই আসুন! আমাদের কোমলমতি সন্তানদেরকে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করি। এতে আমাদের ও এদের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল। আর এরা হবে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের পুঁজি। পিতা হিসেবে এটি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। নইলে এরাই আপনার-আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে নালিশ দায়ের করবে।

এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যই এগিয়ে এসেছেন জনাব মুফতী নূর মুহাম্মাদ আযীম। আল্লাহ পাক তাঁকে দ্বীনী চেতনার পাশাপাশি

প্রতিভা ও হিম্মত দিয়েছেন। তারই বিকাশ তাঁর প্রতিষ্ঠিত মা'হাদুন নূর। আল্লাহ পাক তাঁর হায়াতে বরকত দান করুন, আমীন।

মা'হাদের ছাত্রদের জন্য তিনি নূর গাইড–৩ সংকলন করছেন। এতে একটি শিশুর উপযোগী করে দ্বীনের জরুরী বিষয়াদীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এতদিন এটি ফটোকপি হিসেবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন এটি বই আকারে ছাপা হতে যাচ্ছে জেনে আমি যারপরনাই আনন্দিত। আশা করি এটি সকল শ্রেণির শিশুদের জন্য দ্বীনের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ খেদমতটুকু কবুল করুন। আমীন।

দিলাওয়ার হোসাইন
খাদেম, মারকাযুল বুহুস আলইসলামিয়া, ঢাকা
তারিখ : ২৪/০২/২০১১ ইং

মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর
খলীফা, মাদরাসা দারুর রাশাদ-এর প্রিন্সিপাল

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান দা.বা.-এর দুআ

ড. ইকবাল বলেছেন, সন্তান যেখানেই পড়ুক না কেন যদি শিশু বয়সে তার মধ্যে ঈমানের বীজ বপন করা যায়, তাহলে তা পূর্ণ বয়সে বিকশিত হবেই। আলহামদুলিল্লাহ! আন্-নূর একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতী নূর মুহাম্মাদ আযীম স্কুল এবং মাদরাসা শিক্ষার সমন্বিত সিলেবাস নিয়ে আন্-নূর একাডেমীর মাধ্যমে এ যাত্রা শুরু করেছেন। জাতি এর ফল অচিরেই দেখবে ইনাশাআল্লাহ; যখন কোমলমতি শিশুরা উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা তাকে দ্বীনের জরুরী ইলম প্রাইমারিতেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে সে হবে একজন নামাযী, আমানতদার, একজন আদর্শ মুসলমান। এই কোমলমতি শিশুদেরকে প্রাথমিক জ্ঞান দেয়ার জন্য, ঈমান, আকিদা, তাহারাত, সালাত, দুআ ইত্যাদি সম্বলিত একটি কিতাব সংকলন করেছেন মুফতী নূর-মুহাম্মাদ আযীম। জেনেছি এটি তার একাডেমির সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। সাবলীল ভাষায় বাচ্চাদের উপযোগী করে তিনি বইটি সংকলন করেছেন। আমি মনে করি বইটি স্কুল-মাদরাসা ও মক্তবে সিলেবাসভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। শুধু তাই নয় জরুরী ইলম শিক্ষার জন্য বইটি সাধারণ মুসলমানদেরও কাজে লাগবে। আমি দুআ করি আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীনী খেদমতটুকু কবুল করুন। এ বিষয়ে আরো খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান
তারিখ : ২৩/০২/২০১১ ইং

তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট মুরুব্বী ইঞ্জিনিয়ার হাজী আঃ মুকীত
সাহেব রহ.-এর সোহবতপ্রাপ্ত, স্নেহধন্য ও আশীর্বাদপুষ্ট এবং
তাঁরই নির্দেশে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহ.-সহ বিশ্বের
শীর্ষস্থানীয় তাবলীগের মুরুব্বীয়ানে কিরামের সফরসঙ্গী, বয়ান
ও বাণীসমূহের লেখক

প্রফেসর শেখ আবুল কাশেম দা. বা.-এর বাণী ও দুআ

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ–

তাবলীগ জামা'আতের বিশ্ব আমীর (৩য়) হযরতজী মাওলানা ইনামুল হাসান রহ.-এর সুযোগ্য সফরসঙ্গী হযরত মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ. বলেন :

মৌলভী বানানা ফরজ নেহী
মিষ্টার বানানা হারাম নেহী
দ্বীনদার বানানা ফরজ হ্যায়
বেদ্বীন বানানা হারাম হ্যায়।

অর্থাৎ সন্তানকে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করে মাওলানা বানানো ফরজ না। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানো হারাম না। আদরের সন্তানকে দ্বীনের জরুরী ইলম শিক্ষা দান করে তার ঈমান-আমল দুরস্ত করা ও একজন আদর্শ মুসলমান হিসেবে তাকে গড়ে তোলা ফরজ। আর এমনটি না করা হারাম।

দুঃখ লাগে যখন জেনারেল লাইনে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ডিগ্রীধারী বিশিষ্ট ব্যক্তি জানাযার নিয়তটা বাংলায় বলে দেওয়ার জন্য ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করেন।

দুঃখ লাগে যখন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি (VVIP) বলেন– গোসলের চার ফরজ অথবা গোসল-ই তো ফরজ। গোসলের আবার ফরজ কিসের?

কান্না আসে, যখন তথাকথিত পণ্ডিত অথবা সম্মানিত ব্যক্তি তায়াম্মুম করার সময় জিজ্ঞেস করেন। কুল্লি করব কিভাবে?

সমাজের এ দুঃখজনক করুণ হাল ও সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায়, আন্-নূর একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতী নূর মুহাম্মাদ আযীম কর্তৃক সংকলিত 'নূর গাইড–৩' কোমলমতি শিশুদের উপযোগী করে লেখা দ্বীনের মৌলিক ও জরুরী বিষয়সমূহসম্বলিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। আমি বইটি স্কুল, মাদরাসা ও মক্তবে সিলেবাস ভুক্ত হওয়ার ও সাধারণ মুসলমানদের সংগ্রহে রাখার উপযোগী বলে মনে করি। দু'আ করি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দ্বীনী খিদমতকে মেহেরবানী করে কবুল করেন, গোটা মুসলিম উম্মাহের আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে এর দ্বারা উপকৃত করুন এবং তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন উভয় জগতে। আমীন।

প্রফেসর শেখ আবুল কাশেম
তারিখ : ২০ রবিউল আউয়াল, ১৪৩২ হিজরী
ঢাকা– ২৪-০২-২০১১ ঈসায়ী

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় : ১	ঈমান	০৯-১৯
অধ্যায় : ২	আল-কুরআন	২০-২৪
অধ্যায় : ৩	হাদীস শরীফ	২৫-৩২
অধ্যায় : ৪	আল-ফিক্বহ	৩৩-৪৯
অধ্যায় : ৫	নামাযের দু'আ	৫০-৫৫
অধ্যায় : ৬	মাসনূন দু'আ	৫৬-৬৫
অধ্যায় : ৭	তাজবীদ	৬৬-৮৭
অধ্যায় : ৮	বিবিধ	৮৮-১১২

অধ্যায় : ১
ঈমান

কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নাই। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

কালেমায়ে শাহাদাত :

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল।

ঈমানে মুজমাল :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ۔

অর্থ : আমি ঈমান আনিলাম সর্ববিধ নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লাহ তা'আলার উপর এবং তাঁহার সমস্ত হুকুম মানিয়া নিলাম।

ঈমানে মুফাস্‌সাল :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

অর্থ :

প্রথমত ঃ আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ তা'আলার উপর,

দ্বিতীয়ত ঃ ঈমান আনিলাম তাঁহার ফেরেশতাগণের উপর,

তৃতীয়ত ঃ ঈমান আনিলাম তাঁহার কিতাবসমূহের উপর,

চতুর্থত ঃ ঈমান আনিলাম তাঁহার রাসূলগণের উপর,

পঞ্চমত ঃ ঈমান আনিলাম আখিরাতের উপর,

ষষ্ঠত ঃ ঈমান আনিলাম তাক্বদীরের উপর,

সপ্তমত ঃ ঈমান আনিলাম মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

কালেমায়ে তাওহীদ :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ . لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোনো শরীক নাই। সমস্ত বাদশাহী তাঁহারই জন্য এবং সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি কখনও মরিবেন না। সমস্ত কল্যাণ তাঁহারই হাতে। তিনি সর্বশক্তিমান।

কালেমায়ে তামজীদ :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা অতি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মা'বুদ নাই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য ব্যতীত অন্য কাহারো দুঃখ নিবারণ করিবার বা সুখ দান করিবার কোনো শক্তি নাই।

আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম

হযরত আবু হুরায় রা. থেকে বর্ণিত, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে অর্থাৎ এক কম একশত। যে ব্যক্তি এই নামগুলি মুখস্থ করল বা পড়ল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। (তিরমিযী শরীফ)

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ
الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ الْحُكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ
الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ
الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ
الْحَمِيْدُ الْمُحْصِىُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِىُ الْمُمِيْتُ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ
الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِىُ الْمُتَعَالِىُ الْبَرُّ
التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ
الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِىُ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِىُ الْبَدِيْعُ الْبَاقِىُ الْوَارِثُ
الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ .

আল্লাহর সিফাতী নাম অর্থসহ

১. هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ -তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কেউই ইবাদতের যোগ্য নাই।
২. اَلرَّحْمٰنُ -তিনিই পরম দয়াময়।
৩. اَلرَّحِيْمِ-তিনিই অতি দয়ালু।
৪. اَلْمَلِكُ -তিনিই প্রকৃত বাদশাহ।
৫. اَلْقُدُّوْسُ -তিনিই সর্বপ্রকার দোষ থেকে মহাপবিত্র।
৬. اَلسَّلَامُ -তিনিই সকল প্রকার বিপদ হতে পরম নিরাপত্তা দানকারী।
৭. اَلْمُؤْمِنُ -তিনিই নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী।
৮. اَلْمُهَيْمِنُ -তিনিই পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী।
৯. اَلْعَزِيْزُ -তিনিই সকলের উপর ক্ষমতাবান।

১০. اَلْجَبَّارُ -তিনিই মহাশক্তিধর।
১১. اَلْمُتَكَبِّرُ -তিনিই নিরংকুশ বড়ত্বের অধিকারী।
১২. اَلْخَالِقُ -তিনিই মহান স্রষ্টা।
১৩. اَلْبَارِئُ -তিনিই ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী।
১৪. اَلْمُصَوِّرُ -তিনিই আকৃতি দানকারী।
১৫. اَلْغَفَّارُ -তিনিই পরম ক্ষমাশীল।
১৬. اَلْقَهَّارُ -তিনিই মহাশাস্তিদাতা।
১৭. اَلْوَهَّابُ -তিনিই সবকিছু দানকারী।
১৮. اَلرَّزَّاقُ -তিনিই সুমহান রিযিকদাতা।
১৯. اَلْفَتَّاحُ -তিনিই সকলের জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্তকারী।
২০. اَلْعَلِيْمُ -তিনিই সর্বজ্ঞ।
২১. اَلْقَابِضُ -তিনিই সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী।
২২. اَلْبَاسِطُ -তিনিই প্রশস্ততা দানকারী।
২৩. اَلْخَافِضُ -তিনিই একমাত্র অবনতকারী।
২৪. اَلرَّافِعُ -তিনিই একমাত্র উন্নতকারী।
২৫. اَلْمُعِزُّ -তিনিই মর্যাদা দানকারী।
২৬. اَلْمُذِلُّ -তিনিই অপদস্থকারী।
২৭. اَلسَّمِيْعُ -তিনিই সর্বশ্রোতা।
২৮. اَلْبَصِيْرُ -তিনিই সর্বদর্শী।
২৯. اَلْحَكَمُ -তিনিই অটল ফয়সালাকারী।
৩০. اَلْعَدْلُ -তিনিই পূর্ণ ইনসাফকারী।
৩১. اَللَّطِيْفُ -তিনিই সুক্ষ্মদর্শী।
৩২. اَلْخَبِيْرُ -তিনিই সবকিছুর খবর রাখেন।
৩৩. اَلْحَلِيْمُ -তিনিই অত্যন্ত ধৈর্যশীল।
৩৪. اَلْعَظِيْمُ -তিনিই অতি মহান।
৩৫. اَلْغَفُوْرُ -তিনিই মহা ক্ষমাশীল।
৩৬. اَلشَّكُوْرُ -তিনিই গুণগ্রাহী (অল্পের বিনিময়ে অধিক দানকারী।)

৩৭. اَلْعَلِيُّ -তিনিই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।
৩৮. اَلْكَبِيْرُ -তিনিই সুমহান।
৩৯. اَلْحَفِيْظُ -তিনিই রক্ষাকারী।
৪০. اَلْمُقِيْتُ -তিনিই একাই সকলকে আহার দানকারী।
৪১. اَلْحَسِيْبُ -তিনিই হিসাবরক্ষাকারী এবং হিসাব গ্রহণকারী।
৪২. اَلْجَلِيْلُ -তিনিই অত্যন্ত মর্যাদাশীল।
৪৩. اَلْكَرِيْمُ -তিনিই বিনা প্রার্থনায় দানকারী।
৪৪. اَلرَّقِيْبُ -তিনিই তত্ত্বাবধানকারী।
৪৫. اَلْمُجِيْبُ -তিনিই সকলের প্রার্থনা কবুলকারী।
৪৬. اَلْوَاسِعُ -তিনিই অসীম প্রশস্ততাদানকারী।
৪৭. اَلْحَكِيْمُ -তিনিই প্রজ্ঞাময়।
৪৮. اَلْوَدُوْدُ -তিনি অত্যন্ত প্রেমময়।
৪৯. اَلْمَجِيْدُ -তিনিই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।
৫০. اَلْبَاعِثُ -তিনিই জীবন দান করে কবর থেকে পুনরুত্থানকারী।
৫১. اَلشَّهِيْدُ -তিনিই এমন উপস্থিত যিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন।
৫২. اَلْحَقُّ -তিনিই মহাসত্য।
৫৩. اَلْوَكِيْلُ -তিনিই কর্ম সম্পাদনকারী।
৫৪. اَلْقَوِيُّ তিনিই অপরিমেয় শক্তিশালী।
৫৫. اَلْمَتِيْنُ -তিনিই সুদৃঢ়।
৫৬. اَلْوَلِيُّ -তিনিই অভিভাবক ও সাহায্যকারী।
৫৭. اَلْحَمِيْدُ -তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত।
৫৮. اَلْمُحْصِيُ -তিনিই সকলের সংখ্যা ও গণনা রক্ষাকারী।
৫৯. اَلْمُبْدِئُ -তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকারী।
৬০. اَلْمُعِيْدُ -তিনিই পুনরায় সৃষ্টিকারী।
৬১. اَلْمُحْيِيُّ -তিনিই জীবন দানকারী।
৬২. اَلْمُمِيْتُ -তিনিই মৃত্যু দানকারী।

৬৩. اَلْحَيُّ -তিনিই চিরঞ্জীব।
৬৪. اَلْقَيُّوْمُ -তিনিই সকলের ধারক ও সংরক্ষণকারী।
৬৫. اَلْوَاجِدُ -তিনিই ইচ্ছামাত্র সম্পাদনকারী।
৬৬. اَلْمَاجِدُ -তিনিই অত্যন্ত মর্যাদাশীল।
৬৭. اَلْوَاحِدُ -তিনিই এক।
৬৮. اَلْاَحَدُ -তিনিই একক।
৬৯. اَلصَّمَدُ -তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন সকলে তাঁহার কাছে মুখাপেক্ষী।
৭০. اَلْقَادِرُ -তিনিই অসীম শক্তির অধিকারী।
৭১. اَلْمُقْتَدِرُ -তিনিই সর্বময় ক্ষমতাবান।
৭২. اَلْمُقَدِّمُ -তিনিই অগ্রবর্তীকারী।
৭৩. اَلْمُؤَخِّرُ -তিনিই পশ্চাদবর্তীকারী।
৭৪. اَلْاَوَّلُ -তিনিই সবকিছুর পূর্বে।
৭৫. اَلْاٰخِرُ -তিনিই সবকিছুর পরে।
৭৬. اَلظَّاهِرُ -তিনিই সম্পূর্ণ প্রকাশিত।
৭৭. اَلْبَاطِنُ -তিনিই দৃষ্টি হতে অদৃশ্য।
৭৮. اَلْوَالِيُّ -তিনিই সকল কিছুর অভিভাবক।
৭৯. اَلْمُتَعَالِيُ -তিনিই সৃষ্টির গুণাবলী থেকে উর্ধ্বে, চির উন্নত।
৮০. اَلْبَرُّ -তিনিই বড় অনুগ্রহকারী।
৮১. اَلتَّوَّابُ -তিনিই তাওবার তাওফীক দানকারী ও তাওবা কবুলকারী।
৮২. اَلْمُنْتَقِمُ -তিনিই অপরাধীর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।
৮৩. اَلْعَفُوُّ -তিনিই অত্যধিক ক্ষমাকারী।
৮৪. اَلرَّؤُوْفُ -তিনিই স্নেহময়।
৮৫. مَالِكُ الْمُلْكِ -তিনিই সমগ্র জগতের বাদশাহ।
৮৬. ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -তিনিই মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী, নেয়ামত ও সম্মান দানকারী।
৮৭. اَلْمُقْسِطُ -তিনিই হকদারদের হক আদায়কারী।
৮৮. اَلْجَامِعُ -তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে কেয়ামতের দিন একত্রকারী।

৮৯. اَلْغَنِيُّ -তিনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ অভাবহীন।
৯০. اَلْمُغْنِيُ -তিনিই আপন দান দ্বারা বান্দাদেরকে স্বয়ং সম্পূর্ণতাদানকারী।
৯১. اَلْمَانِعُ -তিনিই বাধা দানকারী।
৯২. اَلضَّارُّ -তিনিই (আপন কৌশল ও ইচ্ছাধীন) ক্ষতি সাধনকারী।
৯৩. اَلنَّافِعُ -তিনিই লাভ দানকারী।
৯৪. اَلنُّوْرُ -তিনিই সম্পূর্ণ নূর ও নূর দানকারী।
৯৫. اَلْهَادِيُ -তিনিই হিদায়াত দানকারী।
৯৬. اَلْبَدِيْعُ -তিনিই নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী।
৯৭. اَلْبَاقِيْ -তিনিই চিরস্থায়ী।
৯৮. اَلْوَارِثُ -তিনিই সকলের উত্তরাধিকারী।
৯৯. اَلصَّبُوْرُ -তিনিই অতীব ধৈর্যধারণকারী।

এই ৯৯টি নাম ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও অনেক সিফাতী অর্থাৎ গুণবাচক নাম আছে। যেমন :

- ✓ اَلْحَنَّانُ -তিনিই স্নেহময়, মেহেরবান।
- ✓ اَلْمَنَّانُ -তিনিই পরম উপকারী।
- ✓ اَلْمُغِيْثُ -তিনিই বিপদে সাহায্যকারী।
- ✓ اَلْقَرِيْبُ -তিনিই নিকটবর্তী।
- ✓ اَلصَّادِقُ -তিনিই সত্যবাদী।
- ✓ اَلنَّصِيْرُ -তিনিই সাহায্যকারী।
- ✓ اَلْمَوْلٰى -তিনিই সকলের প্রভু।
- ✓ اَلْجَمِيْلُ -তিনিই সুন্দর, তিনিই ভালো।
- ✓ اَلرَّبُّ -তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা।

এই নামসমূহ মুখস্থ করিবার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী মুখস্থ করিয়া তদানুসারে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করা এবং সেই গুণাবলীর প্রতিবিম্ব নিজের ভিতরে গ্রহণ করা।

ইসলামের মূল আকীদাসমূহ

১. আল্লাহ তা'আলা এক, তাঁর কোন শরীক নেই।
২. আল্লাহ তা'আলা অনাদি, তার গুণাবলীও অনাদি।
৩. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্ট।
৪. কোন জ্ঞান ও চক্ষু আল্লাহ তা'আলাকে আয়ত্ত করতে পারে না।
৫. আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।
৬. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই।
৭. আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, তাঁহার মৃত্যু নাই।
৮. আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ কেহই নাই।
৯. আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য কিছুই নাই।
১০. আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন।
১১. আল্লাহ তা'আলা সর্বদ্রষ্টা, তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে কিছুই নাই।
১২. আল্লাহ তা'আলা মৃদু ও উচ্চস্বর সবকিছুই শুনেন।
১৩. আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না।
১৪. আল্লাহ তা'আলা সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁহার ক্ষমতার বাইরে কিছুই নাই।
১৫. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেহই গায়েব জানেন না, এমনকি নবী ও ওলীগণও জানেন না।
১৬. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেহই হাযির-নাযির নয়, এমনকি নবী ও ওলীগণও নন।
১৭. আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তানও নাই, স্ত্রীও নাই।
১৮. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা।
১৯. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণ রিযিকদাতা।
২০. আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছাড়া কোনো কিছুরই জীবন ও মৃত্যু হতে পারে না।

২১. আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত রোগের শেফাদাতা এবং প্রয়োজন পূরণকারী।

২২. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা এবং অন্য কারো নামে মান্নত করা কুফরী।

২৩. কবরবাসী থেকে সাহায্য চাওয়া শিরক।

২৪. ভালো-মন্দ সমস্ত ভাগ্যের নির্ধারণ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়।

২৫. আমরা সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান রাখি।

২৬. আমরা নবীগণকে নিস্পাপ বিশ্বাস করি।

২৭. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল।

২৮. হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষ ও জিনের নিকট প্রেরিত।

২৯. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী।

৩০. হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মিরাজে যাওয়া সত্য।

৩১. হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আসল ও ছায়া কোনো রকম নবীই নাই।

৩২. হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরের নবুওতের দাবীদার ও তার অনুসারী সবাই কাফের।

৩৩. হযরত ঈসা আ.-এর জীবিত থাকা এবং জীবিত অবস্থায় তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া সত্য।

৩৪. হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে কেয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তের অনুসারী হয়ে।

৩৫. হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে পুত্রবাদে বিশ্বাসী সবাই কাফের।

৩৬. কুরআন-হাদীছ অস্বীকার, নবীর অবমাননা এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের উপহাস করা কুফরী।

৩৭. নবীগণের মুজিযাসমূহ সত্য।

৩৮. নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন।

৩৯. সাহাবায়ে কেরাম সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

৪০. আমরা সমস্ত সাহাবীর আদালত স্বীকার করি।

৪১. আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।

৪২. সাহাবাগণের মুহাব্বাত ঈমানের অঙ্গ।

৪৩. সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাঁদের সমালোচনা করা মুনাফেকী।

৪৪. খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা তাঁদের খেলাফতের শ্রেণী অনুযায়ী।

৪৫. সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর যুদ্ধে ও মতভেদে সর্বদা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৪৬. ওলীগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

৪৭. ওলীগণের স্থান নবী ও সাহাবীগণের নিচে।

৪৮. ওলীগণের কারামতসমূহ সত্য।

৪৯. আকাবির, বুযুর্গানে দ্বীনের সম্মান প্রদর্শন ও মাযহাবের ইমামগণের তাক্বলীদ (অনুসরণ) করা অত্যন্ত জরুরী।

৫০. আমরা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ফেরেশতার উপর ঈমান রাখি।

৫১. আমরা আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান রাখি।

৫২. আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআনে পাক আল্লাহ তা'আলার কালাম।

৫৩. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর অতীতের সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে।

৫৪. শেষ যুগের হযরত ইমাম মাহদী আ.-এর খিলাফত সত্য।

৫৫. দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকাশ সত্য।

৫৬. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং 'দাব্বাহ' নামীয় জন্তুর প্রকাশ সত্য।

৫৭. কেয়ামতের অন্যান্য আলামতসমূহ এবং শিঙ্গায় ফুৎকার সত্য।

৫৮. মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন এবং কবরের আযাব ও শাস্তি সত্য।

৫৯. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং হাশর সত্য।

৬০. হাউযে কাউসার এবং সুপারিশ সত্য।

৬১. ভালো-মন্দ আমলের ওজন, হিসাব-নিকাশ এবং আমলনামা সত্য।

৬২. পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য।

৬৩. কেয়ামত দিবসে আল্লাহ পাকের সাথে মুমিনদের সাক্ষাৎ সত্য।

৬৪. মুমিনদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত এবং কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম সত্য।

৬৫. ফাসিকদের কাফির বলা যাবে না এবং ফাসিক চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।

৬৬. আল্লাহ তা'আলার আরশ, কুরছী সর্ববৃহৎ সৃষ্টি।

৬৭. লৌহ, কলম এবং আলমে আরওয়াহের অঙ্গীকার সত্য।

৬৮. ইসলামই আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

৬৯. ইসলাম ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্য কোনো পন্থা নেই।

৭০. ইসলামী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খলীফা নিয়োগ করা জরুরী।

অধ্যায় : ২
আল-কুরআন

কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের তিনটি বিশেষ উপকার :

১. দিলের ময়লা পরিষ্কার হয়।

২. আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বাড়ে।

৩. প্রত্যেক হরফে কমপক্ষে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়। না বুঝে পড়লেও এই নেকী পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে যে না বুঝে পড়লে কোনো ফায়দা নেই সে জাহিল বা বেদ্বীন।

কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের দুইটি বিশেষ আদব :

১. তিলাওয়াতকারী দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন, শুনাওতো আমার কালাম কত সুন্দর করে পড়তে পার।

২. শ্রবণকারী দিলে এই খেয়াল করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম পড়া হচ্ছে, তাই খুব আযমত ও মুহাব্বাতের সাথে শুনবে।

বি: দ্র : কুরআনে কারীম পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন গিলাফে রাখা এবং মাঝে মাঝে গিলাফ ধুয়ে পরিষ্কার করাও কুরআনের তা'যীমের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা ফাতিহা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ؕ﴿۳﴾
اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ
الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّيۡنَ ﴿۷﴾

সূরা নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ
الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ
الۡجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

সূরা ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

সূরা ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ يَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ يُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ
كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

সূরা লাহাব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ؕ﴿۱﴾ مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ؕ﴿۲﴾ سَيَصۡلٰى
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ﴿۳﴾ وَّ امۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ﴿۴﴾ فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ
مَّسَدٍ ﴿۵﴾

সূরা নাস্‌র

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾ وَ رَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ
اَفۡوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَ اسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

সূরা কাফিরুন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ﴿۲﴾ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ
اَعۡبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ﴿۴﴾ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ﴿۵﴾
لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَ لِىَ دِيۡنِ ﴿۶﴾

সূরা কাওছার

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِنَّاۤ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ؕ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انۡحَرۡ ؕ﴿۲﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ﴿۳﴾

সূরা মাউন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ يُكَذِّبُ بِالدِّيۡنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىۡ يَدُعُّ الۡيَتِيۡمَ ۝٢ وَ لَا
يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِ ۝٣ فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۝٤ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ
صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۝٥ الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَآءُوۡنَ ۝٦ وَيَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ ۝٧

সূরা কুরাইশ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيۡفِ ۝٢ فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ
هٰذَا الۡبَيۡتِ ۝٣ الَّذِىۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ۝٤

সূরা ফীল

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ ۝١ اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ
تَضۡلِيۡلٍ ۝٢ وَّ اَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ ۝٣ تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ
سِجِّيۡلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ ۝٥

সূরা হুমাযাহ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝١ الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۝٢ يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ
اَخۡلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ ۝٤ وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ

اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ ۝٦ الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ ۝٨ فِىۡ
عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

সূরা আছর

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَ الۡعَصۡرِ ۝١ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِىۡ خُسۡرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَـقِّ ۙ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ۝٣

অধ্যায় : ৩

হাদীস শরীফ

৪০ হাদীসের ফযীলত :

مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا من امر دينها كنت له يوم القيامة شافعا شَهِيْدًا.

অর্থ : আমার যে উম্মাত দ্বীন সম্পর্কে ৪০টি হাদীস হিফ্য করবে। কিয়ামতের দিন আমি তাহার সাক্ষী ও সুপারিশকারী হইব।

(কানযুল আমাল)

১ নং হাদীস শরীফ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ : হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। (বুখারী)

২ নং হাদীস শরীফ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ : ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

(ইবনে মাজাহ)

৩ নং হাদীস শরীফ

اَلْبَادِيْ بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِّنَ الْكِبْرِ.

অর্থ : আগে সালামদাতা অহংকার মুক্ত। (বাইহাকী)

৪ নং হাদীস শরীফ

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ.

অর্থ : নামায বেহেশতের চাবি। (মেশকাত শরীফ)

৫ নং হাদীস শরীফ

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

অর্থ : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (বুখারী ও মুসলিম)

৬ নং হাদীস শরীফ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

অর্থ : প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখের অনিষ্ট হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (তিরমিযী)

৭ নং হাদীস শরীফ

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

অর্থ : মায়েদের পায়ের নিচে বেহেশত। (মেশকাত)

৮ নং হাদীস শরীফ

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ.

অর্থ : যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার উপর দয়া করেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

৯ নং হাদীস শরীফ

لَا تَتَّخِذُوا الْقَبُوْرَةَ مَسَاجِدَ.

অর্থ : তোমরা কবরকে সিজদার জায়গা বানাবে না। (মুসলিম)

১০ নং হাদীস শরীফ

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشَرًا .

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। (মেশকাত)

১১ নং হাদীস শরীফ

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ .

অর্থ : কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। (বুখারী)

১২ নং হাদীস শরীফ

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .

অর্থ : দাতার হাত গ্রহীতার হাত হতে উত্তম। (বুখারী)

১৩ নং হাদীস শরীফ

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً .

অর্থ : ইলমে ফিকাহ শেখার একটি মজলিস ৬০ বছরের ইবাদত হতে উত্তম। (মেশকাত)

১৪ নং হাদীস শরীফ

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً .

অর্থ : আমার পক্ষ হতে একটি বাক্য হলেও পৌঁছে দাও। (বুখারী)

১৫ নং হাদীস শরীফ

فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ .

অর্থ : একজন খাঁটি আলেম শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। (তিরমিযী)

১৬ নং হাদীস শরীফ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

অর্থ : আমলের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী)

১৭ নং হাদীস শরীফ

اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ .

অর্থ : তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। (তারগীব)

১৮ নং হাদীস শরীফ

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ .

অর্থ : কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হবে।
(তবারানী)

১৯ নং হাদীস শরীফ

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ.

অর্থ : পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। (বায়হাকী)

২০ নং হাদীস শরীফ

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করবেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

২১ নং হাদীস শরীফ

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ .

অর্থ : দু'আ ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী)

২২ নং হাদীস শরীফ

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ .

অর্থ : রোজা দোযখ হতে মুক্তির ঢালস্বরূপ। (ইবনে মাজাহ)

২৩নং হাদীস শরীফ

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تَشْبَعَ كَبِدًا جَائِعًا .

অর্থ : ক্ষুধার্ত অন্তরে তৃপ্তিদান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সদকা। (তিরমিযী)

২৪ নং হাদীস শরীফ

اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ .

অর্থ : সত্যিকার ধনী, আত্মার ধনী। (বুখারী ও মুসলিম)

২৫ নং হাদীস শরীফ

اَلْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ .

অর্থ : হজ্জ পিছনের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়। (নাসাঈ)

২৬ নং হাদীস শরীফ

اَلدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ .

অর্থ : মঙ্গল কামনাই দ্বীন। (মুসলিম)

২৭ নং হাদীস শরীফ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

অর্থ : আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশতে যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

২৮ নং হাদীস শরীফ

رَضِىَ الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَ سَخَطَ الرَّبِّ فِىْ سَخَطَ الْوَالِدِ .

অর্থ : মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী)

২৯ নং হাদীস শরীফ

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ .

অর্থ : যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের পথ দেখায়, সে ঐ ভাল কাজ করার মত সওয়াব পায়। (বুখারী)

৩০ নং হাদীস শরীফ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ .

অর্থ : হারাম খাদ্য দ্বারা লালিত-পালিত শরীর বেহেশতে যাবে না। (বাইহাকী)

৩১ নং হাদীস শরীফ

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ اَلْمَوْتُ .

অর্থ : মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহারস্বরূপ। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২ নং হাদীস শরীফ

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ .

অর্থ : আমি সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী নাই।
(বুখারী ও মুসলিম)

৩৩ নং হাদীস শরীফ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ .

অর্থ : শেষ আমলই গ্রহণযোগ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৪ নং হাদীস শরীফ

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةً .

অর্থ : দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গুনাহের মূল। (রাজীন)

৩৫ নং হাদীস শরীফ

اَلْخَمْرُ جُمَّاعُ الْاِثْمِ .

অর্থ : মদ্য পান সমস্ত গুনাহের উৎস। (রাজীন)

৩৬ নং হাদীস শরীফ

مَنْ صَمَتَ نَجَا .

অর্থ : যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়। (তিরমিযী)

৩৭ নং হাদীস শরীফ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

অর্থ : চোগলখোর বেহেশতে যাবে না। (বুখারী)

৩৮ নং হাদীস শরীফ

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

অর্থ : যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়। (মুসলিম)

৩৯ নং হাদীস শরীফ

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ .

অর্থ : দুনিয়া মুসলমানদের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য বেহেশত খানা। (মুসলিম)

৪০ নং হাদীস শরীফ

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّهٗ .

অর্থ : যার সাথে যার মুহাব্বাত, তার সাথে তার কেয়ামত।
(বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায় : ৪

আল-ফিক্বহ্

পাঠ–১

বসার আদব

বসার আদব তিন প্রকার

১. দুই হাঁটু ফেলে নামাযের সময়।
২. এক হাঁটু উঠিয়ে লিখার সময়।
৩. দুই হাঁটু উঠিয়ে খাওয়ার সময়।
[এই তিন প্রকারে বসা সুন্নাত।]

পাঠ–২

হাত ও দিকের পরিচয়

✓ খাওয়ার হাতকে ডান হাত বলে।
✓ অপর হাতকে বাম হাত বলে।
✓ ডান হাতের দিককে ডান দিক বলে।
✓ বাম হাতের দিককে বাম দিক বলে।
✓ মাথার দিককে উপর দিক বলে।
✓ পায়ের দিককে নিচ দিক বলে।

পাঠ–৩

ইস্তিঞ্জার আদব

পাঁচ দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

১. ক্বিবলার দিকে মুখ করে।
২. ক্বিবলার দিকে পিঠ করে।
৩. চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করে।
৪. প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে।
৫. একেবারে উলঙ্গ হয়ে।

পাঠ–৪

দশ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

১. মানুষ চলাচলের রাস্তায়।
২. ছায়াদার ও ফলদার গাছের নিচে।
৩. উজু ও গোসলের স্থানে।
৪. গর্তের ভিতরে।
৫. গোরস্থানে।
৬. দাঁড়িয়ে বা হাঁটিয়া।
৭. বিনা উযরে পানিতে।
৮. ঘরে বা বিছানায়।
৯. মসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে।
১০.জন সম্মুখে।

পাঠ–৫

ছয় জিনিস নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ

১. আল্লাহ তা'আলার নাম।
২. নবীগণের নাম।
৩. ফেরেশতাগণের নাম।
৪. কুরআনের আয়াত।
৫. হাদীসের টুকরা।
৬. দুআ কালাম (লিখিত বা অঙ্কিত)।

পাঠ–৬

ইস্তিঞ্জার সময় আট কাজ করা নিষেধ

১. কথা বলা।
২. জিকির করা বা তাসবীহ পড়া।
৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৪. সালাম দেওয়া।

৫. সালামের উত্তর দেওয়া।
৬. খাওয়া বা পান করা।
৭. মিসওয়াক করা।
৮. লিখাপড়া করা।

পাঠ–৭

দশ জিনিস দ্বারা কুলুখ লওয়া নিষেধ :

১. হাড্ডি।
২. কয়লা।
৩. কাগজ।
৪. কাঁচ।
৫. গাছের কাঁচা পাতা।
৬. খাদ্যদ্রব্য।
৭. শুকনা গোবর।
৮. যমযমের পানি।
৯. ডান হাত দ্বারা।
১০.ব্যবহৃত ঢিলা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা।

পাঠ–৮

ইস্তিঞ্জার সময় আট কাজ করা সুন্নাত :

১. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।
২. জুতা- সেন্ডেল পায়ে রাখা।
৩. মাথা ঢেকে রাখা।
৪. দিলে দিলে ইস্তিগফার করা।
৫. ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা।
৬. পানি খরচ করা।
৭. ডান পা দিয়ে বাহির হওয়া।
৮. আগে পরে দুআ পড়া।

পাঠ-৯

উজুতে চার ফরয

১. সমস্ত মুখ ধোয়া।
২. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।
৩. মাথা মাসাহ করা।
৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

পাঠ-১০

উজু করার সুন্নাত তরিকা

✓ উজুতে নিয়ত করা সুন্নাত।
✓ উজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।
✓ দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।
✓ মিসওয়াক করা সুন্নাত।
✓ তিনবার কুলি করা সুন্নাত।
✓ সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব।
✓ ঘন দাড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব।
✓ দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।
✓ দুই হাতের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।
✓ সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা সুন্নাত।
✓ দুই কান মাসাহ করা সুন্নাত।
✓ গর্দান মাসাহ করা মুস্তাহাব।
✓ দুই পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।
✓ দুই পায়ের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।
✓ উজুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব।

পাঠ–১১

গোসলে তিন ফরজ

১. ভালোভাবে গড়গড়া করা।
২. নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো।
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

পাঠ–১২

তায়াম্মুমে তিন ফরজ

১. নিয়ত করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাসাহ করা।
৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসাহ করা।

পাঠ–১৩

উজু ভঙ্গের কারণ ৭টি

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বাহির হওয়া (সামান্য হলেও।)
২. মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়া।
৪. থুতুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।
৫. চিত, কাত ও হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।
৬. পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া।
৭. নামাযে উচ্চস্বরে হাসা।

পাঠ–১৪

নামাযের বাহিরে ও ভিতরে ১৩ ফরজ

নামাযের বাহিরে সাত ফরজ

১. শরীর পাক।
২. কাপড় পাক।

৩. নামাযের জায়গা পাক।
৪. সতর ঢাকা।
৫. ক্বিবলামুখী হওয়া।
৬. ওয়াক্তমতো নামায পড়া।
৭. নামাযের নিয়ত করা।

পাঠ–১৫

নামাযের ভিতর ছয় ফরজ

১. তাকবীরে (আল্লাহু আকবার) তাহরীমা বলা।
২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া।
৩. ক্বিরাত পড়া।
৪. রুকু করা।
৫. দুই সিজদা করা।
৬. আখিরী বৈঠক।

পাঠ–১৬

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি

১. আলহামদু শরীফ (সূরায়ে ফাতিহা) পুরা পড়া।
২. আলহামদুর সাথে সূরা মিলানো।
৩. রুকু-সিজদায় দেরি করা।
৪. রুকু হতে সোজা খাড়া হয়ে স্থির হওয়া।
৫. দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা।
৬. দরমিয়ানী বৈঠক (প্রথম বৈঠক)।
৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।
৮. ইমামের জন্য ক্বিরাত আস্তে এবং জোরে পড়া।
৯. বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া।
১০. দুই ঈদের নামাযে ছয় ছয় তাকবীর বলা।
১১. ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাতের জন্য নির্ধারিত করা।

১২.প্রত্যেক রাকাতের ফরজগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৩.প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৪.اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে নামায শেষ করা।

পাঠ–১৭

নামাযের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ১২টি

১. দুই হাত উঠানো।
২. দুই হাত বাঁধা।
৩. ছানা পড়া।
৪. আ'উযুবিল্লাহ পড়া।
৫. বিসমিল্লাহ পড়া।
৬. আলহামদুর শেষে اٰمِيْنَ বলা।
৭. প্রত্যেক উঠা-বসায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা।
৮. রুকুর তাসবীহ পড়া।
৯. রুকু হতে উঠিবার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা।
১০.সিজদার তাসবীহ পড়া।
১১.দরূদ শরীফ পড়া।
১২.দু'আয়ে মাছুরা পড়া।

পাঠ–১৮

নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া।
২. নামাযের ভিতর কথা বলা।
৩. কোন লোককে সালাম দেওয়া।
৪. সালামের উত্তর দেওয়া।
৫. উহ্ আহ্ শব্দ করা।

৬. বিনা ওজরে কাশি দেওয়া।
৭. আমলে কাছীর করা।
৮. বিপদে বা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা।
১০.মুক্তাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা নেওয়া।
১১.সুসংবাদ বা দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া।
১২.নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
১৩.ক্বিবলার দিকে হতে সিনা ঘুরে যাওয়া।
১৪.নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া।
১৫.নামাযে শব্দ করে হাসা।
১৬.নামাযে দুনিয়াবী কোনো কিছু প্রার্থনা করা।
১৭.হাঁচির উত্তর দেওয়া।
১৮.নামাযে খাওয়া ও পান করা।
১৯.ইমামের আগে মুক্তাদী খাড়া হওয়া।
(ইমাম হইতে মুক্তাদী আগাইয়া দাঁড়ানো]

পাঠ–১৯

দুই রাকাত নামাযে ৬০টি মাসআলা

(একা নামায পড়ার নিয়ম)

নামাযের প্রথম রাকাতে রুকুর আগে ১১টি মাসআলা

১. হাত উঠানো সুন্নাত।
২. তাকবীরে (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) তাহরীমা বলা ফরজ।
৩. হাত বাঁধা (মেয়েদের জন্য হাত রাখা) সুন্নাত।
৪. ছানা পড়া সুন্নাত।
৫. আ'উযুবিল্লাহ পড়া সুন্নাত।

৬. বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।

৭. আলহামদু শরীফ পুরা পড়া ওয়াজিব।

৮. আলহামদুর শেষে اٰمِيْن বলা সুন্নাত।

৯. সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।

১০.সূরা মিলানো ওয়াজিব।

১১.ক্বিরাআত পড়া ফরজ।

পাঠ–২০

রুকুতে ৬টি মাসআলা

১. রুকুতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।

২. রুকু করা ফরজ।

৩. রুকুতে দেরি করা ওয়াজিব।

৪. রুকুতে থেকে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার বলা সুন্নাত।

৫. রুকু হইতে উঠিবার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ، رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ বলা সুন্নাত।

৬. রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া ওয়াজিব।

পাঠ–২১

১ম সিজদাতে ৬টি মাসআলা

১. সিজদাতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।

২. সিজদা করা ফরজ।

৩. সিজদাতে দেরি করা ওয়াজিব।

৪. সিজদাতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার বলা সুন্নাত।

৫. সিজদা হইতে উঠিবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।

৬. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা ওয়াজিব।

পাঠ–২২

২য় সিজদাতে ৬টি মাসআলা

১ম হইতে ৫ম পর্যন্ত প্রথম সিজদার মত।

৬. সিজদা হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া ওয়াজিব।

পাঠ–২৩

২য় রাকাতে রুকুর আগে ৭টি মাসআলা

১. হাত বাঁধা সুন্নাত।

২. বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।

৩. আলহামদু শরীফ পুরা পড়া ওয়াজিব।

৪. আলহামদুর শেষে اٰمِيْن বলা সুন্নাত।

৫. সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।

৬. সূরা মিলানো ওয়াজিব।

৭. ক্বিরাআত পড়া ফরজ।

(২য় রাকাতের রুকু ও সিজদার মাসআলা প্রথম রাকাতের মত)

পাঠ– ২৪

আখেরী বৈঠকে ৫টি মাসআলা

১. আখেরী বৈঠক ফরজ।

২. আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব।

৩. দরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত।

৪. দুআয়ে মাছুরা পড়া সুন্নাত।

৫. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলিয়া নামায শেষ করা ওয়াজিব।

ফরজ নামায দাঁড়াইয়া পড়া ফরজ। সুন্নাত, নফল বসিয়াও পড়া জায়েয আছে, তবে বসিয়া পড়িলে অর্ধেক সওয়াব হইবে।

পাঠ–২৫

মহিলাদের নামাযের বিশেষ নিয়ম

- ✓ উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখিয়া স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াইতে হয়।
- ✓ হাত শাড়ি বা ওড়নার ভিতরে রাখিয়া, আঙ্গুল মিলাইয়া, কাঁধ বরাবর উঠাইয়া, তালু ক্বিবলামুখী রাখিয়া, তাহরীমা বলিবে। সাবধান! হাতের কব্জির উপরের কোনো অংশ যেন খোলা না থাকে বা খুলিয়া না যায়।
- ✓ উভয় হাতের বাহু বগলের সহিত ভালোভাবে মিলাইয়া ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর হাতের আঙ্গুল খুব ভালোভাবে মিলাইয়া হাত সিনার উপর রাখিয়া দিবে।
- ✓ বাহু পেটের সাথে কনুই ও বাজু উরুর সাথে চাপিয়া রাখিয়া ভালোভাবে মিলাইয়া হাতের আঙ্গুল মিলিত অবস্থায় হাঁটুর উপর রাখিয়া রুকু করিবে।
- ✓ মহিলাদের মাথা, পিঠ, কোমর (পুরুষদের মত) বরাবর করিবে না।
- ✓ উভয় পা ডান দিকে বাহির করিয়া বাম পায়ের পাতার উপর ডান পা রাখিয়া বাম উরু মাটির উপর স্থাপন করিয়া পেট উরুর সহিত, বাহু ও কনুই পাজরের সহিত মিলাইয়া, বাজু মাটিতে রাখিয়া, উভয় হাতের পাতা হাঁটুর সম্মুখে রাখিয়া খুব সংকোচিত হইয়া সিজদা করিবে।
- ✓ হাতের আঙ্গুল মিলিতভাবে উভয় হাঁটুর উপর রাখিয়া উভয় উরু মিলাইয়া, উভয় পা ডান দিকে বাহির করিয়া বাম উরু ও চোতরের উপর বসিবে।
- ✓ ক্বিরাত ও দুআ, তাসবীহ, তাকবীর চুপে চুপে পড়িতে হয়।
- ✓ মহিলাগণ প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বা একা একা নামায পড়িবে।
- ✓ মহিলাদের জামায়াতে নামায পড়া মাকরূহ।
- ✓ মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায আদায়ের চেয়ে নিজ নিজ ঘরে নামায পড়া অধিক উত্তম।

পাঠ–২৬

মুসাফির ও কছর নামাযের বর্ণনা

- ✓ যদি কোনো ব্যক্তি মোটামুটি ৪৮ মাইল (৭৭.২৪৬৪ অর্থাৎ প্রায় সোয়া সাতাত্তর কিলোমিটার) রাস্তা অতিক্রম করে কোনো স্থানে যাওয়ার উদ্দেশে নিজ এলাকার লোকালয় থেকে বের হয়, তাকে শরীয়াতের পরিভাষায় মুসাফির বলা হয়।
- ✓ মুসাফির ব্যক্তি পথিমধ্যে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায (অর্থাৎ জোহর, আসর ও ইশার ফরয নামায)-কে দুই দুই রাকাত পড়বে। একে কছরের নামায বলে। তিন রাকাত বা দুই রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায, ওয়াজিব নামায, এমনিভাবে সুন্নাত নামাযকে পূর্ণ পড়তে হবে। এ হল পথিমধ্যে থাকাকালীন সময়ের বিধান। আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পর যদি সেখানে ১৫ দিন বা তদুর্ধ্বকাল থাকার নিয়ত হয়, তাহলে কছর হবে না– নামায পূর্ণ পড়তে হবে। আর যদি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত থাকে, তাহলে কছর হবে। গন্তব্যস্থান নিজের বাড়ি হলে কছর হবে না। চাই যে কয় দিনই থাকার নিয়ত হোক।
- ✓ মুসাফির ব্যক্তি মুকিম ইমামের পেছনে এক্তেদা করলে পূর্ণ নামাযই পড়তে হয়।
- ✓ মুসাফির ব্যক্তির ব্যস্ততা থাকলে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। ব্যস্ততা না থাকলে সব সুন্নাত পড়তে হবে।
- ✓ যারা লঞ্চ, স্টীমার, প্লেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদির চালক বা কর্মচারি তারাও অনুরূপ দূরত্বের সফর হলে পথিমধ্যে কছর পড়বে। আর গন্তব্য স্থানের মাসআলা উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী হবে।
- ✓ ১৫ দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত হয়নি এবং পূর্বেই চলে যাব করেও যাওয়া হচ্ছে না– এভাবে ১৫ দিন বা তার বেশি থাকা হলেও কছর পড়তে হবে।

পাঠ–২৭

জুমার নামায

প্রত্যেক শুক্রবার জোহরের নামাযের পরিবর্তে যে নামায পড়িতে হয়, উহাকে জুমার নামায বলে। প্রথমে একা ৪ রাকাত সুন্নাত পড়বে। তারপর ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুয়াজ্জিন দ্বিতীয় আযান দিবেন। আযান শেষ হওয়া মাত্র ইমাম সাহেব দাঁড়াইয়া প্রথম খুৎবা পাঠ করিয়া, একটু বসিয়া পুনরায় দ্বিতীয় খুৎবা পাঠ করিবেন। খুৎবা শেষে জামাতের সহিত দুই রাকাত ফরয নামায আদায় করিবেন। পরে পুনরায় ৪ রাকাত সুন্নাত পড়িবেন।

পাঠ–২৮

ঈদের নামায

ঈদের নামায ২ রাকাত। ১ম রাকাতে তাহরীমার পর ছানা পাঠ করিয়া হাত উঠাইয়া ৩টি তাকবীর বলিয়া ছুরায়ে ফাতেহার পর ক্বিরাত পড়িয়া ১ম রাকাতের বাকি নামায শেষ করিবেন। দ্বিতীয় রাকাতে ক্বিরাতের পর ৪টি তাকবীরে বলিবে, ৪র্থ তাকবীর বলিয়া রুকুতে যাইবে ও বাকি নামায শেষ করিয়া, নামায শেষে দুইটি খুৎবা পাঠ করিবে।

বি. দ্র. ক. ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬টি তাকবীরে হাত কান বরাবর উঠাইতে হয়। কিন্তু জানাজার নামাযে প্রথম তাকবীর ছাড়া বাকী তিন তাকবীরে হাত উঠাইতে হয় না। ঈদের নামাযের খুৎবা নামাযের শেষে। জুমার নামাযের খুৎবা নামাযের পূর্বে পড়িতে হয়। ঈদের নামাযের প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর দুই তাকবীরে এবং দ্বিতীয় রাকাতে তিনটি তাকবীরে হাত উঠাইবে ও ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু প্রথম রাকাতের তৃতীয় তাকবীরে হাত উঠাইয়া হাত বাঁধিয়া নিবে।

পাঠ–২৯

রোযার বর্ণনা

রোযার ফরয ২টি

১. নিয়ত করা।

২. সুবহে সাদেকের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও খাহেশাত হইতে বাঁচিয়া থাকা।

পাঠ–৩০

রোযার সুন্নাত ৬টি

১. সাহরী খাওয়া।

২. রাতে রোযার নিয়ত করা।

৩. সুবহে সাদেকের পূর্বে পানাহার বন্ধ করা।

৪. সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা।

৫. গীবত, মিথ্যা, গালি-গালাজ, ঝগড়া-বিবাদ, মন্দ কাজ ও কথা হইতে বিরত থাকা।

৬. খেজুর, দুধ বা পানি দ্বারা ইফতার করা।

পাঠ–৩১

রোযা ১৩ কারণে ভঙ্গ হয়, ক্বাজা আদায় (ফরজ) করিতে হয়

১. অনিচ্ছাকৃত খানাপিনা করিলে।

২. নাকে বা কানে বা গলার ভিতর ঔষধ ঢুকিয়া গেলে।

৩. অখাদ্য (মাটি, পাথর) গিলিয়া ফেলিলে।

৪. ইচ্ছা করিয়া মুখ ভরিয়া বমি করিলে।

৫. বমি আসার পর গিলিয়া ফেলিলে।

৬. কুলি করার সময় পানি গলার ভিতর ঢুকিয়া গেলে।

৭. সুবহে সাদেকের পর রাত্র মনে করিয়া খানাপিনা করিলে।

৮. সূর্য ডুবিয়াছে মনে করিয়া রোযা ভঙ্গ করিলে।

৯. নিয়ত ব্যতীত রোযা রাখিলে।

১০. ইচ্ছাকৃত খাহেশাত পুরা করিলে।

১১. ধুমপান করিলে।

১২. পান মুখে ঘুমিয়ে সুবহে সাদিকের পর জাগিয়া উঠিলে।

১৩. চনা বুটের তুল্য কোনো খাদ্য গিলিয়া ফেলিলে।

১৪. ইচ্ছাকৃত আগরবাতি বা সুগন্ধি দ্রব্যের যে কোনো জিনিসের ধুঁয়া নাকে বা মুখের ভিতর প্রবেশ করাইলে।

১৫. মুখের ভিতরের রক্ত গিলিয়া ফেলিলে।

১৬. নস্য গ্রহণ করিলে।

১৭. মেয়েদের মাসিক হইলে।

পাঠ–৩২

হজ্জের বর্ণনা

হজ্জের ফরয ৩টি

১. ইহরাম বাঁধা।

২. ৯ই জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

পাঠ–৩৩

হজ্জের ওয়াজিব ৬টি

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা।

২. সাফা-মারওয়া সায়ী করা।

৩. শয়তানকে কংকর মারা।

৪. ক্বিরান ও তামাত্তুকারীর জন্য কুরবানী করা।

৫. মাথার চুল চাঁছা বা কেটে ফেলা।

৬. বহিরাগতদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

পাঠ–৩৪

হজ্জের সুন্নাত ১৫টি

১. ইহরামের নিয়তে গোসল করা।

২. হজ্বে ইফরাদ বা ক্বিরানকারী তাওয়াফে কুদুম করা।

৩. প্রথম তিন তাওয়াফে (চক্করে) সিনা ফুলাইয়া বাজু হিলাইয়া (রমল করিয়া) দ্রুতবেগে বাহাদুরের মত চলা।

৪. ইমামের জন্য ৭ই জিলহজ্জ মক্কা শরীফে, ৯ই জিলহাজ্জ আরাফা, ১১ জিলহাজ্জ মিনায় খুৎবা দেয়া, ৮ই জিলহাজ্জ রাত্রি মিনায় যাপন করা।

৫. আরাফাতে অবস্থানের জন্য গোসল করা।

৬. ৯ই জিলহাজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা হইতে আরাফাতে রওয়ানা করা।

৭. আরাফাতে অবস্থান শেষে সূর্যাস্তমিত হওয়ার পর মুযদালিফায় গমন করা।

৮. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

৯. ১০, ১১, ও ১২ই জিলহাজ্জ দিবাগত রাত্রি মিনায় অবস্থান করা।

১০. মিনা হইতে ফিরার পথে মুহাস্‌সাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করা।

১১. তাওয়াফ কালে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা।

১২. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

১৩. সায়ীর সময় দুই সবুজ গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থান দৌড়াইয়া চলা বাকি স্থান সাধারণভাবে হাঁটিয়ে চলা।

১৪. সায়ীর সময় সাফা, মারওয়ার কিছুটা উপরে উঠা।

১৫. প্রত্যেক তাওয়াফে ২ রাকাত নামায পড়া।

পাঠ–৩৫

যাকাতের বর্ণনা

সাড়ে বায়ান্ন (৫২ $\frac{১}{২}$) তোলা রূপা বা সাড়ে সাত (৭ $\frac{১}{২}$) তোলা স্বর্ণ বা এর সমপরিমাণ মূল্যের জমা টাকা বা ব্যবসার মাল ঋণ ব্যতীত থাকিলে নেছাবের মালিক হইবে।

অলংকারের মূল্য এবং জমা টাকা বা ব্যবসার মাল উভয়টি মিলিয়া নিছাবের সমপরিমাণ হইলে এবং বৎসর কাল স্থায়ী হইলে নেছাবের মালিক যাকাত ফরজ, ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হইবে।

যাকাত : ৪০ ভাগের ১ ভাগ। শতকরা আড়াই টাকা।

ফিতরা : ১ সের চৌদ্দ ছটাক গম/মূল্য। দৈনন্দিন জীবন যাপন উপযোগী অতি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (পরিধানের বস্ত্র, থাকার ঘর, আহারের খাদ্য দ্রব্য, ব্যবহারিক জিনিসপত্র ইত্যাদি) ব্যতীত নেছাব পরিমাণ মূল্যের মাল আসবাব (ঈদের দিন ঋণের অতিরিক্ত) থাকিলে ফিতরা বা কুরবানী ওয়াজিব হইবে।

মালদার ও তাহার সন্তানাদিকে এবং বিধর্মীকে এবং নিজ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নিজ ছেলে-মেয়ে, নাতী-পুতী এবং স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত, ফিতরা, ছদকা দেওয়া-নেওয়া না জায়েয। যাহার নিকট নেছাব পরিমাণ মাল নাই, তিনি যাকাত ও ফিতরার মুস্তাহিক বা উপযুক্ত।

অধ্যায় : ৫

নামাযের দু'আ

তাকবীরে তাহরীমা :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড়।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার হামদ ও প্রশংসার সহিত আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, তোমার নাম বরকতপূর্ণ এবং তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ এবং তুমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই।

তা'আউউয

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে মহান আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

তাসমিয়াহ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অর্থ : পরম করুণাময় দয়ালু দাতা আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করিতেছি।

রুকুর তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

অর্থ : আমার মহান প্রভুর পাক পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।

রুকু হইতে উঠিবার সময়ের তাসবীহ ও তাহমীদ :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ . رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

অর্থ : যে কেহ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে, আল্লাহ তা'আলা তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনারই প্রশংসা করিতেছি।

সিজদার তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى .

অর্থ : আমার সর্বোপরি প্রভু আল্লাহ অতি পবিত্র।

তাশাহ্হুদ :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ .

অর্থ : সকল মৌখিক ইবাদত, সকল কাজের ইবাদত এবং সকল মালের ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। আরো শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপর এবং আল্লাহর সকল নেককার বান্দাগণের উপর।

দরূদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদগণের উপর খাছ রহমত অবতীর্ণ করুন, যেমন

হযরত ইবরাহীম আ. এবং তাঁর আওলাদগণের উপর খাছ রহমত অবতীর্ণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আওলাদগণের উপর আপনার খাছ বরকত, চিরবর্ধনশীল নিয়ামত অবতীর্ণ করুন, যেমন ইবরাহীম আ. এবং তাঁর আওলাদগণের উপর আপনার খাছ বরকত অবতীর্ণ করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসার যোগ্য এবং সম্মানের অধিকারী।

দু'আয়ে মাছুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ .

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার উপর গুনাহ দ্বারা অসংখ্য অত্যাচার করিয়াছি। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত আমাকে মাফকারী ও রক্ষাকারী আর কেহ নাই। অতএব স্বীয় দয়া গুণে আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিন এবং আপনার রহমত দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া নিন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।

দুআয়ে কুনূত :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ لَا نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ . اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার প্রতি ঈমান (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখিতেছি এবং আপনার উপর ভরসা করিতেছি। আপনার উত্তম প্রশংসা করিতেছি। (চিরকাল) আপনার শোকর গুজারী

করিব, (কখনও) আপনার না শোকরী বা কুফরী করিব না। আপনার নাফরমানী যাহারা করে, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনো সংশ্রব রাখিব না। তাহাদের আমরা পরিত্যাগ করিয়া চলিব। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করিব। (অন্য কাহারও ইবাদত করিব না) একমাত্র আপনারই জন্য নামায পড়িব। একমাত্র আপনাকে সিজদা করিব। (আপনি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য নামায পড়িব না এবং অন্য কাহাকেও সিজদা করিব না।) এবং একমাত্র আপনার আদেশ পালন ও তাবেদারীর জন্য (সর্বদা) দৃঢ় মনে প্রস্তুত আছি। (সর্বদা) আপনার রহমতের আশা এবং আপনার আযাবের ভয় হৃদয়ে পোষণ করি। নিশ্চয় আপনার আসল আযাব শুধু কাফেরদের উপরই হইবে। (তথাপি আমরা সেই আযাবের ভয়ে কম্পমান থাকি।)

বড়দের জানাযার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ، وَ مَيِّتِنَا ، وَ شَاهِدِنَا ، وَ غَائِبِنَا ، وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا ، وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا ، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ، وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, মহিলা-পুরুষ সকলের গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের যাকে তুমি জীবিত রাখ তাকে ইসলামের উপর জীবিত রেখো, আর যাকে তুমি মৃত্যু দান কর তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো।

ছোট ছেলের জানাযার দুআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا ، وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا ، وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا .

অর্থ : হে আল্লাহ! এ নিষ্পাপ শিশুকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী অগ্রদূত বানাও। তাকে আমাদের জন্য মূলধন ও পারলৌকিক সওয়াবের ভান্ডার বানাও। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তাকে সুপারিশকারী বানাও এবং তার সুপারিশ কবুল করে নিও।

ছোট মেয়ের জানাযার দুআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا ، وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا ، وَ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً .

অর্থ : হে আল্লাহ! এ নিস্পাপ শিশুকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী অগ্রদূত বানাও। তাকে আমাদের জন্য মূলধন ও পারলৌকিক সওয়াবের ভান্ডার বানাও। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তাকে সুপারিশকারী বানাও এবং তার সুপারিশ কবুল করে নিও।

অধ্যায় : ৬

মাসনূন দু'আ

১. সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

২. সালামের উত্তর

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ .

৩. মুসাফার দু'আ

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ .

৪. মুয়ানাকার দুআ

اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ .

৫. খানা শুরু করার দুআ

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ .

৬. খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ার দুআ

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ .

৭. খানা শেষ করার পর দুআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৮. দাওয়াত বা অন্যের ঘরে খাওয়ার পর নিম্নোক্ত দুআ পড়িতে হয়

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ .

৯. দুধ পান করার পর নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ .

১০. খাবার সামনে আসিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

১১. মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় ডান পা রাখিয়া পড়ার দুআ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ . اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

১২. মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রাখিয়া পড়ার দুআ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

১৩. ইস্তিঞ্জায় যাওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে পড়ার দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

১৪. ইস্তিঞ্জা হইতে ডান পা দিয়ে বাহির হইয়া পড়ার দুআ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ .

১৫. ঘুমানোর পূর্বের দুআ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى .

১৬. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের দুআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

১৭. ঘরে প্রবেশ করার দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

১৮. ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

১৯. কাপড় পরিধানকালে নিম্নের দুআ পড়িতে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةَ.

২০. নতুন কাপড় পরিধান করিবার সময় নিম্নের দুআ পড়িতে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

২১. সফরে বাহির হইবার সময় নিম্নের দুআ পড়িতে হয়

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هٰذَا السَّفَرَ وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ – اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ○

২২. সফরে পথে কোথাও নামিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয়

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

২৩. সফর হইতে বাড়ী ফিরিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

آئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

২৪. কাহাকেও বিদায় দিবার সময় নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ۔

২৫. কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا۔

২৬. কোন জন্তুর পিঠে বা ইঞ্জিন ছাড়া গাড়িতে আরোহন করিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔

২৭. নৌকায় আরোহন করিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

২৮. ইঞ্জিনযুক্ত জল, স্থল বা বায়ুযানে আরোহন করিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

২৯. বাজারে প্রবেশ করিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

৩০. নতুন চাঁদ দেখিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَ السَّلَامَتِ وَ الْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ.

৩১. গল্প-গুজবের পর কোন বৈঠক হইতে উঠিবার আগে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ.

৩২. বিপদের সময় নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْم.

৩৩. ঋণগ্রস্ত হইলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

৩৪. শবে কদর (কদরের রাত্রে) নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

৩৫. বৃষ্টির সময় নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

৩৬. তুফানের সময় নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ خَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَ شَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ.

৩৭. বজ্রের শব্দ শুনিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ-

৩৮. জালিমকে ভয় করিলে নিম্নের দুআ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

৩৯. হাঁচি দিলে এই দুআ পড়িতে হয় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

৪০. হাঁচির উত্তরে এই দুআ পড়িতে হয় :

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

৪১. হাঁচিদাতা তদুত্তরে এই দুআ পড়িবে :

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

৪২. কোন মুসলমান ভাইকে হাসিতে দেখিলে এই দুআ পড়িতে হয় :

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ

৪৩. মদীনায় শাহাদাত ও মৃত্যুর ইচ্ছা করিলে এই দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ .

৪৪. গুনাহ করার পর ক্ষমা চাহিতে নিম্নের দুআ (৩ বার) পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

৪৫. আয়নায় মুখ দেখিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

৪৬. দিলে ওয়াছওয়াছা (কু-ধারণা) আসিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَ لَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّاٰتِ اِلَّا اَنْتَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

৪৭. ইফতারের সময় নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

ذَهَبَ الظَّمَأُ وابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৪৮. মোরগ ডাকিতে শুনিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

৪৯. গাধা বা কুকুর ডাকিলে ও রাগান্বিত হইলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

৫০. মনে কুফরীর ভাব আসিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

৫১. নতুন ফল খাইলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا .

৫২. শরীরে কোন স্থানে ব্যথা ও বেদনা হইলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ قُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَ اُحَاذِرُ .

৫৩. জ্বর হইলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ .

৫৪. রোগীকে দেখিতে গেলে রুগীর শরীরে ডান হাত রাখিয়া নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِهٖ وَ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سُقْمًا .

৫৫. চিন্তাযুক্ত হইলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْكَسْلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ الْجُبْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ .

৫৬. বিবাহ করিলে বা কোন জন্তু কিনিয়া আনিলে নিম্নের দুআ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ .

৫৭. সহবাসের পূর্বক্ষণে নিম্নের দুআ পড়িতে হয় :

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

৫৮. ইস্তিখারার দুআ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ـ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ

كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَتِ اَمْرِيْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَ اٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةُ اَمْرِيْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَ اٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ . (مشكوة)

ইস্তিখারার নিয়ম :

কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ হইতে জানিবার ইচ্ছা করিলে দুই রাকাআত নফল নামায পড়িয়া এই দুআ পড়িবে এবং যে স্থানে اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থানে اَلْاَمْرُ উচ্চারণ করিবার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কাজটির কথা স্মরণ করিবে। এইভাবে তিন, পাঁচ অথবা সাত দিন করিলে আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো হইলে মন ঐ দিকে আকর্ষণ করিবে। আর মন্দ হইলে অন্তরে খারাপ লাগিবে।

আযান

اَللهُ اَكْبَرُ - اَللهُ اَكْبَرُ - اَللهُ اَكْبَرُ - اَللهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সর্বমহান। (৪ বার)

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নাই। (২ বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। (২ বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

অর্থ : আসুন সকলে নামাযের দিকে। (২ বার)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

অর্থ : আসুন সকলে কল্যাণের দিকে। । (২ বার)

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

অর্থ : ঘুম হইতে নামায উত্তম। (২ বার) (ইহা ফজরের নামাযে অতিরিক্ত বলিবে।)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সর্বমহান। (২ বার)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নাই। (১ বার)

আযানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادْ۔

ইক্বামাত

ফরজ নামায শুরু করিবার পূর্বে ইক্বামাত বলা সুন্নাত। ইক্বামাতের বাক্যগুলি আযানের বাক্যগুলির ন্যায়। তবে ইক্বামাতের বাক্যগুলি তাড়াতাড়ি বলিতে হইবে এবং আযানের বাক্যগুলি ধীর স্থিরভাবে বলিতে হইবে। আর ইক্বামাতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পরে قَدْ قَامَاتِ الصَّلٰوةُ (নিশ্চয়ই নামায আরম্ভ হইয়াছে)। দুইবার বলিতে হইবে।

কুরবানীর দু'আ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاانَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ۔

আক্বীকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِيْقَةُ ابْنِيْ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

মুনাজাত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ : হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে ভাল অবস্থায় রাখুন এবং দোযখের শাস্তি হইতে আমাদিগকে মুক্তি দান করুন।

মুনাজাতের শেষের দরূদ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. اٰمِيْنَ.

অর্থ : মহান আল্লাহ সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং তাঁহার সমস্ত আওলাদগণের উপর এবং তাঁহার প্রিয় সকল সাহাবাগণের উপর ও সকল মানুষের উপর অফুরন্ত রহমত অবতীর্ণ করুন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।

ইস্তেগফার

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ.

তাকবীরে তাশরীক

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ.

আশি বৎসরের গোনাহ মাফ হওয়ার দুরূদ শরীফ

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আসরের নামাযের পর নিজ জায়গা থেকে উঠিবার পূর্বে আশি বার এ দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে, তাহার আশি বৎসরের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং আশি বৎসরের ইবাদতের সওয়াব তাহার আমলনামায় লিখা হবে। দুরূদটি হচ্ছে এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

যে ব্যক্তি দিনে বা রাত্রিতে অথবা (সপ্তাহে অথবা) মাসের মধ্যে একবার নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পড়িবে, যদি সে ঐ দিন বা রাত্রিতে অথবা (ঐ সপ্তাহে অথবা) ঐ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে তবে নিশ্চয়ই তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

অধ্যায় : ৭

তাজবীদ

তাজবীদ কাহাকে বলে ?

আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে এই কথা ঘোষণা দিয়েছেন :

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

অর্থ : তোমরা তারতীলের সঙ্গে কুরআন শরীফ পড়ো।

উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী কুরআন শরীফ তারতীলের সহিত পড়া ফরজ। এই তারতীলকে ক্বারী সাহেবগণের ভাষায় তাজবীদ বলা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক হরফকে তাহার মাখরাজ হইতে সিফাত অনুযায়ী আদায় করাকে তারতীল বা তাজবীদ বলে।

কুরআন শরীফ তারতীল বা তাজবীদ অনুযায়ী পড়া ফরজে আইন। ইলমে তাজবীদের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা ফরজে কিফায়া।

পাঠ–১

আরবী ২৯টি হরফকে লিখিয়া শিক্ষা দেওয়ার সুবিধার্থে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

১ নম্বরে ৪ হরফ : ا م ط ظ

২ নম্বরে ৫ হরফ : ب ت ث ف ك

৩ নম্বরে ৩ হরফ : ح خ ج

৪ নম্বরে ৫ হরফ : ر ز و د ذ

৫ নম্বরে ৪ হরফ : س ش ص ض

৬ নম্বরে ৩ হরফ : ن ق ل

৭ নম্বরে ৩ হরফ : ء ع غ

৮ নম্বরে ২ হরফ : ى ه

পাঠ–২

আরবী হরফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি :

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।

মাখরাজ সর্বমোট ১৭টি।

১নং মাখরাজ ঃ হলকের শুরু হইতে .... ء - ه

২নং মাখরাজ ঃ হলকের মধ্যখান হইতে .... ع - ح

৩নং মাখরাজ ঃ হলকের শেষ হইতে .... غ - خ

৪নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়া, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (দুই নুকতাহ্ওয়ালা) .... ق

৫নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়া হইতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া মধ্যখান পেঁচানো .... ك

৬নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া। .... ج-ش-ى

৭নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া। .... ض

৮নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া। .... ل

৯নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া। .... ن

১০নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া। .... ر

১১নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া। .... ط-د-ت

১২নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগাইয়া। .... ص-س-ز

১৩নং মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া। .... ظ-ذ-ث

১৪নং মাখরাজ ঃ নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া। .... ف

১৫নং মাখরাজ ঃ দুই ঠোঁট হইতে উচ্চারিত হয় .... و-ب-م

১৬নং মাখরাজ ঃ মুখের খালি জায়গা হইতে মাদের হরফ পড়া যায়। যেমন : .... بَا بُوْ بِىْ

১৭নং মাখরাজ ঃ নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ্ উচ্চারিত হয়।

যেমন : .... اَنَّ اَمَّ اَنْتَ

পাঠ–৩

হরকতের বিবরণ

হরকত : এক যবর, (َ) এক যের, (ِ) এক পেশকে (ُ) হরকত বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

যেমন : ءُ ءِ ءَ ۿُ ۿِ ۿَ

আলিফে হরকত, তানবীন, তাশদীদ ও জযম হইলে ওই আলিফকে হামযাহ বলে। যেমন : اَ اِ اُ اً اٍ اٌ اْ اّ

পাঠ–৪

জযমের বিবরণ

জযমওয়ালা (ْ ○ ^) হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া হয়। যেমন : اَتْ اَكْ يَرْحَمْ كَشْ

তাশদীদের বিবরণ

তাশদীদওয়ালা (ّ) হরফ দুইবার পড়া যায়। প্রথমবার তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে, দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের সঙ্গে।

যেমন : اَبَّ اَتَّ اَثَّ اَجَّ اَلتَّ . جَدُّ . شَرُّ . حِيَّا . وَالطَّىِّ . اَلسَّ . اَىُّ . رَبِّىْ

পাঠ–৫

মাদের বিবরণ

মাদ মোট ১০ প্রকার

এক আলিফ মাদ্দের বিবরণ

›› হরকতের উচ্চারণ টানিয়া পড়াকে মাদ বলে।

এক আলিফ মাদ তিন প্রকার :

১. মাদ্দে ত্ববায়ী।

২. মাদ্দে বদল।

৩. মাদ্দে লীন।

১. মাদ্দে ত্ববায়ী

মাদের হরফ তিনটি :

ক. যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হরফ (بَا)

খ. পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও মাদের হরফ (بُوْ)

গ. যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া মাদের হরফ (بِيْ)

মাদের হরফ হইলে ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে ত্ববায়ী বলে। যেমন : (بَا بُوْ بِيْ)

খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকেও মাদ্দে ত্ববায়ী বলে। যেমন : هٰ هٖ هٗ

২. মাদ্দে বদল

হামযার হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া যেই মাদ পড়া যায় তাকে মাদ্দে বদল বলে। যেমন : عٰ عٖ عٗ

৩. মাদ্দে লীন

লীনের হরফ দুইটি :

ক. যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (بَوْ) লীনের হরফ।

খ. যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (بَيْ) লীনের হরফ।

লীনের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন : بَوْ، بَيْ، نَوْ، نَيْ

* লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্বফ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে লীন বলে।

যেমন : خَوْفٍ-بَيْتٍ-صَيْفِ-صَوْمٌ-

পাঠ–৬

তিন আলিফ মাদ দুই প্রকার

১. মাদ্দে আরজী।

২. মাদ্দে মুনফাছিল।

বিবরণ :

১. মাদ্দে আরজী

মাদের হরফের বামের হরফে ওয়াক্বফ হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে আরজী বলে।

যেমন :

شَكُوْرٌ ○ حَلِيْمٌ ○ غَفُوْرٌ ○ عَظِيْمٌ ○ سَاهُوْنَ ○ نَاسٌ ○ رَحِيْمٌ ○

مَاعُوْنَ ○ خَبِيْرٌ ○ مِهَادٌ ○ يَعْمَلُوْنَ ○ مُبِيْنٌ ○ دِيْنٌ ○ كَرِيْمٌ ○

২. মাদ্দে মুনফাসিল

মাদের হরফের উপরে চিকন চিহ্ন (˜) বামে হামযাহ থাকিলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে মুনফাছিল বলে।

যেমন :

لَآ اِلٰهَ، مَآ اَغْنٰى، لَآ اَعْبُدُ، اَلَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ، يَدَآ اَبِىْ، مَآ اَمَرَهٗ.

পাঠ–৭

চার আলিফ মাদ ৫ প্রকার :

১. মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ।

২. মাদ্দে লাযিম হারফী মুছাক্কাল।

৩. মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ।

৪. মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল।

৫. মাদ্দে মুত্তাছিল।

বিবরণ :

১. মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ

হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـٓـ) বামে তাশদীদ না থাকিলে, হরফের নাম ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন :

حٰمٓ ۔ صٓ ۔ عٓسٓقٓ ۔ كٓهٰيٰعٓصٓ ۔ يٰسٓ ۔ نٓ ۔ قٓ

২. মাদ্দে লাযিম হারফী মুছাক্কাল

হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـّـ) বামে তাশদীদ থাকিলে, হরফের নাম ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে লাযিম হারফী মুছাক্কাল বলে। যেমন :

الٓمّٓرٰ ۔ الٓمّٓصٓ ۔ الٓمّٓ ۔ طٰسٓمّٓ

৩. মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ

কালিমায়ে মাদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـّـ) বামে জযম থাকিলে ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন : آلْئٰنَ

৪. মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল

কালিমায় মাদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـّـ) বামে তাশদীদ থাকিলে, ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল বলে। যেমন :

حَآجَّةٍ ۔ حَآجُّوْنِّيْ ۔ دَآبَّةٍ ۔ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔ حَآقَّةٌ ۔ لَرَآدُّكَ ۔

৫. মাদ্দে মুত্তাছিল

মাদের হরফের উপর মোটা চিহ্ন (ـٓـ) বামে হামযাহ থাকিলে, ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মাদ্দে মুত্তাছিল বলে।

যেমন :

جَآءَ ۔ مَآءَ ۔ اُولٰٓئِكَ ۔ شَآءَ ۔ سُوْٓءَ ۔

পাঠ–৮

ক্বলক্বলাহর বিবরণ

ক্বলক্বলাহর হরফ ৫টি : ق ط ب ج د

এই ৫ হরফে জযম হইলে ক্বলক্বলাহ করিয়া পড়িতে হয়। (অর্থাৎ ধাক্কা দিয়া পড়িতে হয়।)

যেমন :

فَلَقَ ۔ اَطْعَمَ عَبْدُهٗ ۔ اَجْرًا قَدِيْمًا اَقْ ۔ اَطْ ۔ اَبْ ۔ اَجْ ۔ اَدْ ۔ جَدْ ۔ قَدْ ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا .

বাকি ২৪ হরফে ক্বলক্বলাহ হয় না। যেমন : اَكْ ۔ اَلْ

পাঠ-৯

ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ

হরকতের বামে নূন ও মীমে তাশদীদ (مّ نّ) হইলে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যেমন : عَمَّ ۔ اَنَّ

নূন ও মীমে তাশদীদের প্রথম উচ্চারণে কমপক্ষে ১ আলিফ পরিমাণ দেরী করাকে (দেরী করিয়া গুণ গুণ করাকে) গুন্নাহ বলে।

পাঠ–১০

আল্লাহ শব্দের আহকাম

الله শব্দ দুই প্রকার পড়া যায় :

১. পুর– মোটা

২. বারিক– পাতলা

الله শব্দের তাশদীদের ডাইনে যবর অথবা পেশ থাকিলে আল্লাহ শব্দের লামকে পুর (মোটা) করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : اَللهُ ـ اِلَّا اللهُ ـ مَعَ اللهِ ـ ضَرَبَ اللهُ ـ اَسْتَغْفِرُ اللهِ ـ ذَالِكُمُ اللهُ ـ

الله শব্দের তাশদীদের ডাইনে যের থাকিলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : لِلّٰهِ ـ بِاللهِ ـ دُوْنِ اللهِ ـ بِسْمِ اللهِ ـ قُلِ اللهِ ـ

পাঠ– ১১

নূনে ছাকিন ও তানবীনের আহকাম

নূনে ছাকিন : ‘নূনে ছাকিন’ জযমওয়ালা নূন (نْ)-কে বলে।

তানবীন : দুই যবর (ءً) দুই যের (ءٍ) দুই পেশ (ءٌ)-কে বলে।

(তানবীনের ভিতরে নূনে ছাকিন লুকায়িত আছে)

যেমন : ءً = ءَنْ ، ءٍ = ءِنْ ، ءٌ = ءُنْ

নূনে ছাকিন এবং তানবীন চার প্রকারে পড়া যায় :

১. ইক্বলাব

২. ইদগাম

৩. ইজহার

৪. ইখফা

১. ইকলাব :

ইক্বলাব অর্থ বদলাইয়া পড়া।

ইক্বলাবের হরফ ১টি : ب

নূনে সাকিন অথবা তানবীনের বামে ইক্বলাবের হরফ ب আসিলে নূনে সাকিন এবং তানবীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। ইহাকে “ইক্বলাব” বলে। যেমন :

مِنْۢ بَعْدِ ـ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ـ لَيُنْۢبَذَنَّ ـ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ـ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ـ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ ـ

২. ইদগাম :

ইদগাম অর্থ মিলাইয়া পড়া।

ইদগামের হরফ ৬টি : ى ر م ل و ن (يَرْمَلُوْنَ)

ইদগাম দুই প্রকার :

১. ইদগামে বা গুন্নাহ্

২. ইদগামে বেলা গুন্নাহ্

ইদগামে বা-গুন্নাহর হরফ ৪টি : ي م و ن (يَمُوْنَ)

ইদগামে বেলা-গুন্নাহর হরফ ২টি : ر ل

ইদগামে বা-গুন্নাহ

নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে ইদগামে বা-গুন্নাহর ৪ হরফের যে কোনো হরফ আসিলে, বা-গুন্নাহর হরফে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহর সহিত মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইদগামে বা-গুন্নাহ বলে। যেমন :

مِنْ وَّالٍ ـ مَنْ يَّشَآءُ ـ مَنْ نَّشَآءُ ـ مِنْ نِّعْمَةٍ ـ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ـ مِنْ وَّرَاى ـ بَلْ مِّنْ مَّسَدٍ .

ইদগামে বেলা-গুন্নাহ

➢➢ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে ইদগামে বেলা-গুন্নাহর ২ হরফের যে কোনো হরফ আসিলে, বেলা-গুন্নাহর হরফে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহ ছাড়া মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইদগামে বেলা-গুন্নাহ বলে। যেমন :

مِنْ رَّبِّكَ ـ اَنْ لَّآ اِلٰهَ ـ وَيْلٌ لِّكُلِّ ـ مِنْ لَّدُنْهُ ـ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا ـ شَيْئًا رَّقِيْبًا.

৩. ইজহার :

➢➢ইজহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া পড়া।

ইজহারের হরফ ৬টি : ء ه ـ ع ح ـ غ خ

নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে ইজহারের ৬ হরফের যে কোনো হরফ আসিলে, নূনে ছাকিন এবং তানবীনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইজহার বলে। যেমন :

اَنْعَمْتَ ـ مِنْ خَوْفٍ ـ مَنْ اَرَادَ ـ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ وَعْدًا حَسَنًا ـ شَهَادَةً اَبَدًا.

৪. ইখফা

➢➢ ইখফা অর্থ লুকাইয়া (বা গোপন করিয়া) পড়া।

ইখফার হরফ ১৫টি : ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে ইখফার ১৫ হরফের যে কোন হরফ আসিলে, নূনে ছাকিন এবং তানবীনকে নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। ইহাকে "ইখফা" বলে। যেমন :

جَنَّةٍ تَجْرِىْ ـ نَارًا ذَاتَ ـ عَنْ صَلَاتِهِمْ ـ اَنْفُسَهُمْ ـ مِنْ جُوْعٍ ـ اَنْزَلَ ـ مِنْ شَرٍّ ـ مِنْ ضَرِيْعٍ.

পাঠ– ১২

মীম ছাকিনের আহকাম

মীম ছাকিন জযমওয়ালা মীম (مْ) কে বলে।

মীম ছাকিন ৩ প্রকারে পড়া যায় :

১. ইখফা

২. ইদগাম

৩. ইজহার

১. ইখফা

ইখফার হরফ ১টি : ب

মীম ছাকিনের বামে ب আসিলে, মীম ছাকিনকে গুন্নাহ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মীম ছাকিনের ইখফা বলে।

যেমন : تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ ـ قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ

২. ইদগাম

ইদগামের হরফ ১টি : م

মীম ছাকিনের বামে মীম আসিলে, দ্বিতীয় মীমে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহর সহিত মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মীম ছাকিনের ইদগাম বলে। যেমন :

عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ـ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ لَهُمْ مَّا يَشَآءُ ـ وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ـ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ـ

৩. ইজহার

বাকী ২৬টি ইজহারের হরফ, দুইটিতে ইজহারে খাছ : و ف

মীম ছাকিনের বামে و، م না থাকিলে মীম ছাকিনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মীম ছাকিনের ইজহার বলে।

যেমন : اَلَمْ تَرَ ـ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ـ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ـ هُمْ فِيْهَا ـ

পাঠ– ১৩

ر হরফ পড়ার নিয়ম

ر পড়িবার ২টি হালত :

১. পুর (মোটা)

২. বারিক (পাতলা)

পাঁচ অবস্থায় ر পুর পড়িতে হয় :

১. ر-এর উপরের যবর অথবা পেশ থাকিলে পুর করিয়া পড়িতে হয়। যেমন : رُسُلٌ-رَحِيْمٌ

২. ر ছাকিন তার ডাইনে যবর অথবা পেশ থাকিলে সেই ر পুর করিয়া পড়িতে হয়। যেমন : تُرْحَمُوْنَ-يَرْحَمُوْنَ-

৩. ر এ মাওকুফাহ ছাকিন, তার ডাইনে ى ব্যতীত অন্য যে কোনো হরফ ছাকিন, তার ডাইনে যবর অথবা পেশ থাকিলে, সেই ر পুর করিয়া পড়িতে হয়। যেমন : شَهْرُ-فَجْرِ-خُسْرٍ

৪. ر ছাকিন, তার বামে হরুফে মুস্তালিয়ার কোনো এক হরফ থাকিলে, সেই ر পুর (মোটা করিয়া পড়িতে হয়।) হরূফে মুস্তালিয়াহ ৭টি : ص ض ط ظ ق غ خ

যেমন : فِرْقَةٌ-قِرْطَاسٌ-مِرْصَادٌ

৫. ر ছাকিন তার ডাইনে কাছরায়ে আরজী বা অস্থায়ী যের থাকিলে সেই ر পুর করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : اِنِ ارْتَبْتُمْ-مَنِ ارْتَضٰى-اَمِ ارْتَابُوْا

* ر চার অবস্থায় বারিক (পাতলা) পড়িতে হয় :

১. ر-এর নিচে যের থাকিলে সেই ر বারিক করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : رِجَالٌ-رِحْلَةٌ

২. ر ছাকিন, তার ডাইনে আছলী যের থাকিলে এবং বামের হরফে মুস্তালিয়াহ না থাকিলে সেই ر বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। যেমন : فِرْعَوْنَ-مِرْفَقَةٌ

৩. ر এ মাওকুফাহ ছাকিন, তার ডাইনে ছাকিন, তার ডাইনে যের থাকিলে সেই ر বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : حِجْرٌ-سِحْرٌ-ذِكْرٌ

কিন্তু مِصْر শব্দ (কায়দার বহির্ভূত) পুর পড়িতে হইবে।

৪. ر মাওকুফাহ ছাকিন, তার ডাইনে ى ছাকিন থাকিলে, সেই ر বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : خَبِيْرٌ-بَصِيْرٌ-غَيْرٌ-نَصِيْرٌ

ر এ মুশাদ্দাদ, তাশদীদওয়ালা ر-কে বলে। ر এ মুশাদ্দাদে যে হরকত থাকিবে, তাহার হুকুম হইবে। অর্থাৎ যবর অথবা পেশ থাকিলে পুর হইবে; যের থাকিলে বারিক হইবে।

যেমন : اَلرَّ-قُرَّ-شَرَّ-بِرٌّ

পাঠ– ১৪

اَنَا শব্দের আলিফ পড়ার নিয়ম

লম্বা হামযার (ا)-এর বামে নূনে আলিফ نَا আসিলে, নূনের সঙ্গের আলিফ পড়া যাবে না। যেমন : وَلَا اَنَا عَابِدٌ

তবে গোল হামযার (ء)-এর বামে নূন আলিফ نَا আসিলে, নূনের সঙ্গে আলিফ পড়া যাবে। যেমন : جَآءَنَا-لِقَآءَنَا

অনুরূপভাবে اَنَا শব্দের আলিফের উপর যদি ওয়াকফ করা হয়, তাহলেও নূনের সঙ্গের نَا আলিফ পড়া যাবে।

যেমন : وَلَا اَنَا عَابِدٌ

পুরা কুরআন শরীফে চারটি শব্দে লম্বা হাযমার বামে নূন আলিফ আসা সত্ত্বেও নূনের সঙ্গের আলিফ পড়া যাবে এবং اَنَا কে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে।

যেমন : اَنَا بَ-اَنَا بُوْا-اَنَا مِلَ-اَنَسِيَّ

পাঠ– ১৫

সাকতার বর্ণনা

কুরআন মাজীদ পড়ার সময় শ্বাস জারি রেখে কিছুক্ষণের জন্য আওয়াজ বন্ধ করে রাখাকে সাকতা বলে।

কুরআন মাজীদে ৪ জায়গায় সাকতা করিয়া পড়িতে হয়।

১. সূরা কাহাফ এর শুরুতে عِوَجًا

২. সূরা ইয়াসীনের مِنْ مَّرْقَدِنَا

৩. সূরা কিয়ামার مَنْ رَاقٍ এর مَنْ এর নূনের উপর।

৪. সূরা মুতাফফিফীনের بَلْ رَانَ শব্দের بَلْ শব্দের লামের উপর।

পাঠ– ১৬

সিজদার আয়াতের বিবরণ

কুরআন মাজীদের যে সমস্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলে বা শ্রবণ করিলে সিজদা করিতে হয়, সেগুলোকে আয়াতে সিজদা বলে।

* একটি বৈঠকে একটি সিজদার আয়াত একাধিকবার তিলাওয়াত করিলে একবারই সিজদা করিতে হয়।

* একই বৈঠকে একাধিক সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করিলে একাধিক সিজদা করিতে হয়।

* একটি সিজদার আয়াত একাধিক বৈঠকে তিলাওয়াত করিলে প্রতিবারের জন্য পৃথক সিজদা করিতে হয়।

হানাফী মাযহাবে সিজদার আয়াত ১৪ টি। যথা,

নং	পারা	সূরা	রুকু	আয়াত	সিজদার আয়াত
১	৯	আরাফ	শেষ রুকু	২০৬	اِنَّ الَّذِيْنَ .... يَسْجُدُوْنَ
২	১৩	রা'দ	২য় রুকু	১৫	وَلِلّٰهِ .....وَالْاٰصَالِ
৩	১৪	নাহল	৬ষ্ঠ রুকু	৫০	وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ ...مَا يُؤْمَرُوْنَ
৪	১৫	বানী ইসরাঈল	১২ রুকু	১০৯	قُلْ اٰمِنُوْا ....خُشُوْعًا
৫	১৬	মারয়াম	৪র্থ রুকু	৫৮	اُولٰٓئِكَ ...وَبُكِيًّا
৬	১৭	হজ্জ	২য় রুকু	১৮	اَلَمْ تَرَ ....مَا يَشَآءُ
৭	১৯	ফুরকান	৫ম রুকু	৬০	وَاِذَا قِيْلَ .....نُفُوْرًا
৮	২০	নামল	২য় রুকু	২৬	اَلَّا يَسْجُدُوْا ... الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
৯	২১	সিজদা	২য় রুকু	১৫	اِنَّمَا يُؤْمِنُ ... لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
১০	২৩	ছোয়াদ	২য় রুকু	২৫	قَالَ لَقَدْ ...وَاَنَابَ
১১	২৫	হামীম-সিজদা	৫ম রুকু	৩৮	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ ...لَا يَسْئَمُوْنَ
১২	২৭	নাজম	শেষ রুকু	৬২	فَاسْجُدُوْا ...وَاعْبُدُوْا
১৩	৩০	ইনশিকাক	শেষ রুকু	২১	وَاِذَا قُرِئَ ..يَسْجُدُوْنَ
১৪	৩০	আলাক	শেষের আয়াত	১৯	لَا تُطِعْهُ ...وَاقْتَرِبْ

পাঠ– ১৭

ওয়াকফের বিবরণ

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকালে আওয়াজ বন্ধ করিয়া শ্বাস ছাড়িয়া দেওয়াকে 'ওয়াকফ' বলে। ওয়াক্‌ফ অর্থ থেমে যাওয়া।

ওয়াকফ দুই প্রকার :

১. ওয়াকফে ইখতিয়ারী।

২. ওয়াকফে ইযতিরারী।

১. ওয়াকফে ইখতিয়ারী : কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকালে ওয়াকফের চিহ্ন অনুযায়ী থামাকে ওয়াকফে ইখতিয়ারী বলে।

২. ওয়াকফে ইযতিরারী : ওয়াকফের চিহ্নবিহীন স্থানে নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার কারণে থামাকে ওয়াকফে ইযতিরারী বলে।

ওয়াকফে ইযতিরারীর নিয়ম :

তিলাওয়াতকালে নিঃশ্বাস শেষ হইলে, শব্দের শেষাক্ষরকে ছাকিন করিয়া থামিতে হয়। অতঃপর ১/২ শব্দ পিছন থেকে পুনরায় পড়িতে হয়।

ওয়াকফের চিহ্নসমূহ

✓ ○ আয়াতের শেষে এরূপ চিহ্নকে ওয়াকফে তাম বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ করিতে হয়। কিন্তু ওয়াকফে তাম-এর উপর অন্য কোনো চিহ্ন থাকিলে (○) সেই চিহ্ন অনুযায়ী ওয়াকফ করিতে হয়।

✓ ع এই চিহ্নকে ওয়াকফে রুকু বলে। এরূপ স্থানে ওয়াকফ করিতে হয়।

✓ م এই চিহ্নকে ওয়াকফে লাযিম বলে। এরূপ স্থানে ওয়াকফ না করিলে অর্থ বিগড়ে যাইতে পারে। তাই ওয়াকফ করা প্রয়োজন।

✓ ط এই চিহ্নকে ওয়াকফে মুতলাক বলে। এখানে ওয়াকফ করা উত্তম।

✓ ج এই চিহ্নকে ওয়াকফে জায়িয বলে। এখানে ওয়াকফ করা যায়, তবে না করা উত্তম।

✓ ص এর চিহ্নকে ওয়াকফে মুরাখ্‌খাছ বলে। নিঃশ্বাস শেষ হইয়া গেলে ওয়াকফ করা যায়, তবে না করা উত্তম।

✓ قف এই চিহ্নকে ওয়াকফে আমর বলে। এখানে ওয়াকফ করা উত্তম।

✓ ق এই চিহ্নকে 'ক্বীলা আলাইহি ওয়াকফুন' বলে। এখানে ওয়াকফ না করা উত্তম।

✓ لا এই চিহ্নকে 'লা-ওয়াকফা আলাইহি' বলে। এখানে ওয়াকফ না করার হুকুম।

✓ صل এই চিহ্নকে 'ক্বাদ ইউসালু' বলে। এখানে ওয়াকফ করাই উত্তম।

✓ صلے এই চিহ্নকে 'আলওয়াসলু আওলা' বলে। এখানে ওয়াকফ করা যায়। তবে না করা উত্তম।

✓ وقفه এখানে সাকতার চেয়ে একটু বেশি সময় থামতে হয়। তবে শ্বাস ছাড়া যাবে না।

✓ ∴ — ∴ এই চিহ্নকে 'মুআনাকা' বলে। এই চিহ্ন বাক্যের ডানে-বামে দুই পার্শ্বে থাকে। পড়ার সময় প্রথম জায়গায় ওয়াকফ করিলে অপর জায়গায় মিলাইয়া পড়িতে হয়। (এই চিহ্নের সাথে مع বা معانقه লিখা থাকে।)

✓ وَقْفُ النَّبِيِّ এখানে ওয়াকফ করা উত্তম।

✓ وَقْفُ غُفْرَانَ এখানে ওয়াকফ করিলে গুনাহ মাফ হয়।

✓ وَقْفُ جِبْرَائِيْلَ এখানে ওয়াকফ করিলে বরকত হয়।

✓ উল্লেখ্য যেখানে একই স্থানে উপর নিচে দুইটি ওয়াকফের চিহ্ন থাকে, সেখানে উপরের চিহ্নটা অনুসরণ করিতে হইবে।

দম ফেলিবার বা ওয়াকফ করার ১০টি নিয়ম :

এক. এক যরব, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুই পেশ থাকিলে মনে মনে ছাকিন করে পড়িতে হয়। যেমন : خَلَقَ

দুই. দুই যবরে ওয়াকফ করিলে, এক যবর বাদ দিয়া এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : غَرْقًا

তিন. গোল তা ة-এ ওয়াকফ করিলে তা-কে ه (হা) পড়িতে হয়। যেমন : قِسْوَةٌ

চার. মাদ্দে তাবায়ী-এ ওয়াকফ করিলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : نُوْحِيْهَا

পাঁচ. গোল হা এ খাড়া যবর ه খাড়া যের ه বা উল্টা পেশ ه থাকিলে না টানিয়া ছাকিন পড়িতে হয়। যেমন : عَبْدُهٗ

ছয়. হরকতওয়ালা হরফ ওয়াকফের কারণে মাদের হরফ হইলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : اِلَّا هُوَ

সাত. যবর বা যেরের বামে খালি ى-এ ওয়াকফ করিলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : اَخِىْ-اَشْقٰى

আট. পেশের বামে খালি و-এ ওয়াকফ করিলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : عَمِلُوا

পাঠ– ১৮

সিফাতের বিবরণ

যে অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে হরফ উচ্চারিত হয়, তাকে সিফাত বলে। যেমন: কোনো হরফের উচ্চারণ শক্ত বা নরম হওয়া, মোটা বা চিকন হওয়া ইত্যাদি।

সিফাত প্রথমত দুই প্রকার :

১. সিফাতে লাযিমা। ২. সিফাতে আরিযা।

সিফাতে লাযিমা : এমন সব সিফাতকে বলে যেগুলি হরফের সহিত সদা-সর্বদা বিদ্যমান থাকা জরুরী। এই সিফাতগুলি আদায় না করলে হরফের বাস্তব রূপই নষ্ট হয়ে যায়।

সিফাতে আরিযা : এমন সব সিফাতকে বলে, যেগুলি হরফের সহিত সব সময় বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। এই সিফাতগুলি আদায় না হলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। তবে বাস্তব রূপ ঠিক থাকে।

সিফাতে লাযিমা ১৭টি। যথা :

১. হামস। ২. জিহের। ৩. শাদীদা। ৪. রিখওয়াত। ৫. ইস্তিআলা। ৬. ইস্তেফাল। ৭. ইতবাক। ৮. ইনফিতাহ। ৯. ইযলাক। ১০. ইসমাত। ১১. ক্বলক্বলাহ। ১২. তাকরার। ১৩. তাফাশশী। ১৪. ইস্তিতালাত। ১৫. সফীর। ১৬. লীন। ১৭. ইনহিরাফ।

উপরোল্লিখিত প্রথম ১০টি সিফাতকে 'সিফাতে মুতাযাদ্দাহ' বলে। পরের ৭টিকে 'সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ' বলে।

সিফাতে মুতাযাদ্দার আলোচনা

১. 'হামস' অর্থ নরম ও সহজভাবে পড়া। (যাতে উচ্চারণের সময় শ্বাস জারী থাকে।) হামসের হরফ ১০টি, যার সমষ্টি হলো– فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

২. 'জিহের' অর্থ শক্ত ও কঠিনভাবে পড়া (যাতে উচ্চারণের সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।) হামসের ১০টি হরফ ছাড়া বাকি সব জিহেরের হরফ।

শাদীদার বিপরীত হলো রিখওয়াত।

৩. 'শাদীদা' অর্থ ছাকিন অবস্থায় উচ্চারণকালে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। শাদীদার হরফ ৮টি। যার সমষ্টি হলো : اَجِدُ قُطْبٌ بَكَتْ

'মুতাওয়াসসিতা' অর্থ উচ্চারণকালে আওয়াজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধও হয় না আবার জারীও থাকে না। মুতাওয়াসসিতার হরফ ৫টি। যার সমষ্টি হলো : لَنْ عُمَرَ

৪. 'রিখওয়া' অর্থ উচ্চারণকালে আওয়াজ জারী থাকে। শাদীদা ও মুতাওয়াসসিতার (৮+৮)= ১৬ হরফ ছাড়া বাকি সব রিখওয়ার হরফ।

৫. 'ইস্তিআলা' অর্থ উচ্চারণকালে জিহ্বার বেশির ভাগ অংশ তালুর দিতে উঠে যায়। ইস্তিআলার হরফ ৭টি। যার সমষ্টি হলো : خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

ইস্তিআলার বিপরীত হলো ইস্তিফাল।

৬. 'ইস্তিফাল' অর্থ উচ্চারণকালে জিহ্বার বেশির ভাগ অংশ তালুর দিকে উঠে না। ইস্তিআলার ৭ হরফ ছাড়া বাকী সব ইস্তিফালার হরফ।

৭. 'ইতবাক' অর্থ উচ্চারণকালে জিহ্বার বেশির ভাগ অংশ উপরের তালুর সহিত মিলে যায়। ইতবাকের হরফ ৪টি : ص ض ط ظ

ইতবাকের বিপরীত হলো ইনফিতাহ।

৮. 'ইনফিতাহ' অর্থ উচ্চারণকালে জিহ্বার বেশির ভাগ অংশ উপরের তালুর সহিত মিলিত হয় না। ইতবাকের ৪ হরফ ছাড়া বাকি সব ইনফিতাহের হরফ।

সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দার আলোচনা

১. 'ক্বলক্বলা' অর্থ ধাক্কা দিয়ে পড়া। ক্বলক্বলার হরফ ৫টি। যার সমষ্টি হলো قُطْبُ جَدٍّ ছাকিন অবস্থায় এই হরফগুলোয় ক্বলক্বলা হয়।

২. 'তাকরার' অর্থ মাখরাজের মধ্যে আওয়াজ ধাক্কা লেগে একই ر বারবার উচ্চারণ হতে চায়। তাকরারের হরফ ১টি : ر

৩. 'তাফাশশী' অর্থাৎ' উচ্চারণকালে আওয়াজ সম্পূর্ণ মুখের ভিতর ছড়িয়ে যায়। তাফাশশীর হরফ ১টি : ش

৪. 'ইস্তিতালাত' অর্থাৎ উচ্চারণকালে জিহ্বার কিনারার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ সমানভাবে জারী রাখতে হয়। ইস্তিতালাতের হরফ ১টি : ض

৫. 'সফীর' অর্থাৎ উচ্চারণকালে চড়ুই (শিশ)-এর আওয়াজের মত আওয়াজ হয়। সফীরের হরফ ৩টি : ص س ز

(বি. দ্র. বিশেষ প্রয়োজন না থাকায় ইযলাক, ইসমাত, লীন ও ইনহিরাফের আলোচনা করা হল না।)

পাঠ– ১১

কুরআন মাজীদ খতমের নিয়ম

নামাযের বাহিরে কুরআন মাজীদ খতম করিলে, সূরাতুদ্দোহা (وَالضُّحٰى) হইতে সূরাতুন নাছ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শেষে তাকবীর বলা সুন্নাত। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ খতম শেষে সূরায়ে বাকারার مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়িয়া পুনরায় খতম শুরু করিয়া রাখা সুন্নাত।

খতম তারাবীতে যে কোনো একটি সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহকে জিহরী পড়া মুস্তাহাব।

খতমের ফজিলত

কুরআন পাক খতমের শেষ মুনাজাতে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) রহমতের ফেরেশতা শামিল (মিলিত) হইয়া থাকেন।

অধ্যায় : ৮

বিবিধ

মাসনূন আমল

পাঠ– ১

বিশেষ ৩টি সুন্নাত

যাহার উপর আমল করিলে অন্যান্য সকল সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হয়।

১. আগে আগে ও বেশি বেশি সালাম দেওয়া। সালাম শুদ্ধ ও পরিষ্কারভাবে বলা। বিশেষ করে اَلسَّلَامُ-এর হামযা এবং মীমের পেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা।

২. প্রত্যেক ভাল কাজে ও ভাল স্থানে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া। যেমন : মসজিদে ও ঘরে প্রবেশকালে ডান পা আগে রাখা। পোশাক পরিধানের সময় ডান হাত ও ডান পা আগে প্রবেশ করানো। প্রত্যেক নিম্ন কাজে ও নিম্ন স্থানে বাম দিককে প্রাধান্য দেওয়া। যেমন : বাথরুমে প্রবেশকালে বাম পা আগে রাখা, বাম হাতে নাক পরিষ্কার করা, পোষাকের ভিতর হতে বাম হাত ও বাম পা আগে বের করা।

৩. বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিকির করা, উত্তম হল উপরে উঠার সময় আল্লাহ আকবার, নিচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ এবং সমতল ভূমিতে চলার সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এবং ঘুমানোর সময় তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়া।

সকাল-সন্ধ্যা তিন তাসবীহ অর্থাৎ

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ .

একশত বার, ইস্তিগফার একশত বার এবং দরূদ শরীফ একশত বার পড়া।

প্রতিদিন কুরআন শরীফ নিজে তিলাওয়াত করা অথবা কাহারো তিলাওয়াত শ্রবণ করা।

চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে যেকোনো যিকির করা।

পাঠ– ২

ইস্তিঞ্জার সুন্নাত ১০টি

১. মাথা ঢাকিয়া যাওয়া।

২. জুতা-সেন্ডেল পায়ে রাখা।

৩. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।

৪. প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়া–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ .

৫. বসার নিকটবর্তী হয়ে সতর খোলা।

৬. পেশাব-পায়খানা বসে করা, দাঁড়িয়ে পেশাব না করা।

৭. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা, ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা, ঢিলা ও পানি বাম হাতে ব্যবহার করা।

৮. পেশাব ও নাপাক পানির ছিটা হইতে বাঁচিয়া থাকা।

৯. ডান পা দিয়া বাহির হওয়া।

১০. বাহির হয়ে এই দু'আ পড়া–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَ عَافَانِىْ .

পাঠ– ৩

নামাযের সুন্নাত ৫১টি

নামাযে দাঁড়ানোর সুন্নাত ১১টি।

১. সোজা হয়ে দাঁড়ানো অর্থাৎ মাথা না ঝুঁকানো।

২. পায়ের আঙুলগুলিকে কিবলার দিকে রাখা এবং দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙুল ফাঁক রাখা, প্রয়োজনে এক বিঘত।

৩. মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা ইমামের তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে হওয়া। (তবে ইমামের আগে না হওয়া।)

৪. উভয় হাতকে কানের লতি বরাবর উঠানো।

৫. উভয় হাতের তালুকে ক্বিবলার দিকে রাখা।

৬. হাতের আঙুলগুলিকে স্বাভাবিকভাবে রাখা।

৭. ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।

৮. বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা হাতের কব্জিকে আঁকড়িয়ে ধরা।

৯. বাকি তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর রাখা।

১০.নাভীর নিচে হাত বাঁধা।

১১.সানা পড়া।

কিরাতের সুন্নাত ৭টি

১. আউযুবিল্লাহ পড়া।

২. বিসমিল্লাহ পড়া।

৩. সূরা ফাতিহার শেষে আস্তে আমীন বলা।

৪. ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাস্সাল অর্থাৎ সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত এর মধ্য থেকে সূরা পড়া। আসর ও ইশাতে আওসাতে মুফাস্সাল অর্থাৎ সূরা ত্বারিক থেকে সূরা বাইয়্যিনাহ পর্যন্ত এর মধ্য থেকে সূরা পড়া। মাগরিবে কিসারে মুফাস্সাল অর্থাৎ সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত এর মধ্য থেকে সূরা পড়া।

৫. ফজরের দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা প্রথম রাকাতকে লম্বা করা।

৬. মধ্যম গতিতে কিরাত পড়া।

৭. ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া।

রুকুর সুন্নাত ৮টি

১. রুকুর তাকবীর বলিয়া রুকুতে যাওয়া।

২. হাঁটুকে মজবুত করিয়া ধরা।

৩. হাঁটু ধরার সময় হাতের আঙ্গুলগুলিকে ফাঁক করিয়া রাখা।

৪. পা সোজা রাখা।

৫. পিঠ বিছাইয়া দেওয়া।

৬. মাথা ও কোমর বরাবর রাখা

৭. রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পড়া।

৮. রুকু হইতে উঠার সময় ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং মুক্তাদী رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ বলিবে। যাহারা একা একা পড়িবে তাহারা উভয়টা বলিবে।

সিজদার সুন্নাত ১২টি

১. সিজদার তাকবীর বলিয়া সিজদাতে যাওয়া।

২. উভয় হাঁটুকে জমিনে রাখা।

৩. উভয় হাতকে জমিনে রাখা।

৪. নাককে জমিনে রাখা।

৫. কপালকে জমিনে রাখা।

৬. দুই হাতের মাঝখানে সিজদা করা।

৭. পেটকে রান থেকে আলাদা রাখা (পুরুষের জন্য)।

৮. পাঁজরকে বাহু থেকে পৃথক রাখা (পুরুষের জন্য)।

৯. কনুই জমিন থেকে আলাদা রাখা (পুরুষের জন্য)।

১০.সিজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ পড়া।

১১.সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর বলা।

১২.সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত, তারপর হাঁটু উঠানো। দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা।

বৈঠকের সুন্নাত ১৩টি

১. ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে উহার উপর বসা।

২. উভয় হাত রানের উপর রাখা এবং আঙ্গুলগুলিকে কিবলার দিকে রাখা।

৩. তাশাহহুদ পড়ার সময় যখন কালেমায় শাহাদাতে পৌঁছিবে, তখন 'লা' বলার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলীকে উপরের দিকে উঠাইবে এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুলী দ্বার গোল হালকা বানাইয়া রাখিবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে গুটাইয়া রাখিবে; 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুলীকে কিছুটা নামিয়ে ফেলবে ও নামাযের শেষ পর্যন্ত রাখবে। বৃদ্ধা ও মধ্যমার গোল হালকা এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠার গুটাইয়া ফেলা নামাযের শেষ পর্যন্ত তেমনই থাকবে।

৪. শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়া।

৫. দরূদ শরীফের পর দু'আয়ে মাছূরা পড়া।

৬. উভয় দিকে সালাম ফিরানো।

৭. সালাম ডান দিক থেকে শুরু করা।

৮. ইমামের জন্য মুক্তাদী, ফেরেশতা ও নেককার জিনদের নিয়তে সালাম ফিরানো।

৯. মুক্তাদীর জন্য ইমাম, ফেরেশতা, নেককার জিন ও ডান-বামের মুক্তাদীর নিয়তে সালাম ফিরানো।

১০.একা একা নামায আদায়কারী শুধু ফেরেশতাদের নিয়ত করা।

১১.মুক্তাদীর ইমামের সাথে সাথে (কোনোভাবেই আগে নয়।) সালাম ফিরানো।

১২.দ্বিতীয় সালামের আওয়াজ প্রথম সালাম থেকে ছোট করা।

১৩.মাসবুকের, ইমাম ফারেগ হওয়ার অপেক্ষা করা।

পাঠ– ৪

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ পড়া।

২. দরূদ শরীফ পড়া।

৩. দু'আ পড়া।

উক্ত তিনটি দু'আ একত্রে এইভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ . اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

৪. ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা।

৫. ই'তিকাফের নিয়ত করা।

মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার সুন্নাত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ পড়া।

২. দরূদ শরীফ পড়া।

৩. দু'আ পড়া।

৪. উক্ত তিনটি দু'আ একত্রে এইভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

৫. বাম পা দিয়ে বাহির হওয়া।

৬. ডান পায়ে জুতা আগে পরা।

পাঠ– ৫

জুমুআর দিনের বিশেষ ৬টি সুন্নাত

যাহার উপরে আমল করিলে প্রত্যেক কদমে এক বৎসর নফল নামায ও এক বৎসর নফল রোযা রাখার বরাবর সওয়াব হয়।

১. গোসল করা।

২. মসজিদে জলদি যাওয়ার চেষ্টা করা।

৩. মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া।

৪. ইমামের কাছাকাছি বসা।

৫. খুৎবা মনোযোগ সহকারে শোনা।

৬. মসজিদে কোনো প্রকার-বেহুদা কাজ না করা।

পাঠ– ৬

খানা খাওয়ার সুন্নাত ১৫টি

১. উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

২. দস্তরখান বিছানো।

৩. খানা খাওয়ার শুরুতে بِسْمِ اللهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللهِ বলা। খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র এই দু'আ পড়া–

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

৪. ডান হাতে খাওয়া, বাম হাতে কখনও না খাওয়া।

৫. খাদ্য এক ধরনের হলে নিজের সামনে থেকে খাওয়া।

৬. রুটি তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া।

৭. প্লেট, পেয়ালা ও আঙ্গুলসমূহ চেটে সাফ করে খাওয়া।

৮. খাদ্যের কোনো অংশ পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়া।

৯. খাদ্যের মধ্যে কোনো দোষ না ধরা।

১০.দাঁড়িয়ে বা হেলান দিয়ে না খাওয়া।

১১.খানা খাওয়া শেষে এই দু'আ পড়া–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

১২.নিজে উঠার আগে দস্তরখান উঠানো এবং দস্তরখান উঠানোর দু'আ পড়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَ لَا مُوَدَّعٍ وَ لَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

১৩.খানা খাওয়ার শেষে কুলি করা।

১৪.খানা খাওয়ার শেষে উভয় হাত ধোয়া।

১৫.দাওয়াত খাওয়া শেষে (চুপে চুপে) এই দু'আ পড়া–

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنَا وَ اسْقِ مَنْ سَقَانَا .

এবং মেজবানকে শুনিয়ে এই দু'আ পড়া–

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ ـ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ـ وَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

পাঠ– ৭

ঘুমানোর সুন্নাত ১৬টি

১. ইশার নামাযের পর বিলম্ব না করিয়া জলদি ঘুমানোর চেষ্টা করা এবং দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা।

২. শোয়ার পূর্বে তিনবার বিছানা ঝাড়িয়া নেওয়া।

৩. অযু অবস্থায় ঘুমানো।

৪. উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো।

৫. কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ পড়া।

৬. তিন কুল অর্থাৎ সূরায়ে ইখলাস, সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস তিনবার করে পড়িয়া হাতে ফুঁ দিয়া সারা শরীরে বুলিয়ে দেওয়া।

৭. তাসবীহে ফাতিমী অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়া।

৮. সূরায়ে মুলক ও সূরায়ে আলিফ লাম মিম সিজদা তিলাওয়াত করা।

৯. ডান হাত গালের নিচের রাখিয়া ডান কাতে শোয়া।

১০.শোয়ার সময় এই দু'আ পড়া-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيٰى .

بِسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَ بِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَ اِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ .

১১.শোয়ার পর ঘুম না আসিলে এই দু'আ পড়া–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَ عِقَابِهٖ وَ شَرِّ عِبَادِهٖ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ .

১২.ঘুমানোর পর কোনো দুঃস্বপ্ন দেখিলে এই দু'আ পড়িয়া বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলা–

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا .

১৩.ঘুম থেকে উঠিয়া চক্ষু মর্দন করা।

১৪.ঘুম থেকে উঠিয়া তিনবার আলহামদুলিল্লাহ পড়া।

১৫.ঘুম থেকে উঠিয়া কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ পড়া।

১৬.ঘুম থেকে উঠিয়া এই দু'আ পড়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

পাঠ– ৮

কুরবানীর নিয়ম

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

পর্যন্ত পড়িয়া কুরবানী দাতাগণের পক্ষ হইতে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলিতে বলিতে যবাই করিবে। যবাই শেষে–

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

পর্যন্ত পড়িবে।

পাঠ– ৯

আকীকার নিয়ম

পূর্বে বর্ণিত কুরবানীর দু'আ পড়িয়া, আক্বীকার জীব জবাই করিবে, জন্মের পর সপ্তম দিন নাম রাখা, মাথা কামান, (ছেলের জন্য ২টি, মেয়ের জন্য ১টি) আক্বীকাহ দেওয়া সুন্নাত।

পাঠ– ১০

পিতা-মাতার হক

পিতা-মাতার হক ১৪টি। ৭টি জীবিত অবস্থায় এবং ৭টি মৃত্যুর পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি হক

১. আযমত অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২. মনে-প্রাণে মুহাব্বত করা।

৩. সর্বদা তাহাদিগকে মানিয়া চলা।

৪. তাহাদের খেদমত করা।

৫. তাহাদের জরুরত (প্রয়োজন) পুরা করা।

৬. তাহাদেরকে সর্বদা আরাম পৌঁছানোর ফিকির (চিন্তা-ভাবনা) রাখা।

৭. নিয়মিত তাহাদের সহিত সাক্ষাত ও দেখাশোনা করা।

মৃত্যুর পর ৭টি হক

১. তাহাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা।

২. সাওয়াব রেছানী করা।

৩. তাহাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মান করা।

৪. তাহাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য-সহায়তা করা।

৫. ঋণ পরিশোধ ও আমানত আদায় করা।

৬. শরীয়তসম্মত ওসিয়ত পুরা করা।

৭. মাঝে মাঝে তাহাদের কবর যিয়ারত করা।

পাঠ– ১১

কবীরা গুনাহ

একটি মাত্র কবীরা গোনাহই মানুষকে জান্নাতের উঁচু আসন থেকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম। নিচে এরূপ ৫৬টি

গোনাহের উল্লেখ করা হল। যাতে উম্মতে মুসলিমা জাহান্নাম থেকে বাঁচার তৌফিক লাভ করে।

১. নামায কাযা করা। শরীয়তের নির্ধারিত সময়ে না পড়া।

২. কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করে উপহাস করে হাসা।

৩. পরনিন্দা ও সমালোচনা করা।

৪. কাউকে খারাপ উপাধি (অন্ধ, বোবা ইত্যাদি) দ্বারা সম্বোধন করা।

৫. বদগুমানী করা অর্থাৎ কারো সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যার ভিত্তি নেই।

৬. কারো দোষের সন্ধান ও চর্চা করা।

৭. গীবত করা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা আসবাবপত্র সম্পর্কে অগোচরে এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়।

৮. কথা চালাচালি করা। যার দ্বারা পরস্পর মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।

৯. মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

১০. ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করা।

১১. কোনো মানুষকে লাঞ্ছিত করা।

১২. অকারণে কারো সাথে দুর্ব্যবহার করা ও গালি-গালাজ করা।

১৩. কারো ক্ষতি দেখে আনন্দিত হওয়া।

১৪. তাকাব্বুর করা অর্থাৎ অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা।

১৫. উজুব অর্থাৎ নিজের গুণ-গরিমা দেখে গর্ববোধ করা।

১৬. কারো আর্থিক ক্ষতি সাধন করা।

১৭. কারো মান-সম্মানে আঘাত করা।

১৮. ছোটদের স্নেহ না করা।

১৯. বড়দের সম্মান না করা।

২০. অন্ন-বস্ত্রহীনদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সহায়তা না করা।

২১. দুনিয়াবী কোনো কারণে দুঃখিত হয়ে কারো সাথে তিন দিনের অধিক সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা।

২২. মানুষ বা কোনো জীব-জন্তুর ছবি তোলা।

২৩. কোনো মানুষের জমিকে বাপ-দাদার মীরাসী সম্পতি বলে দাবি করা।

২৪. কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম ব্যক্তির ভিক্ষাবৃত্তি করা।

২৫. মেয়েদেরকে সম্পত্তির অংশ না দেওয়া।

২৬. আলিম-উলামাদেরকে অপমানিত করা।

২৭. সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সমালোচনা করা।

২৮. সাধ্য থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা না দেওয়া।

২৯. দাড়ি সম্পূর্ণরূপে চাঁছা বা এক মুঠের কমে যেকোনো পার্শ্বে কাটছাট করা। দাড়ি চাঁছা ও কাটার গুনাহ কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক।

৩০. কাফির এবং ফাসিক পাপিষ্ঠদের মত পোশাক পরা।

৩১. পুরুষের জন্য মহিলাদের মত পোশাক পরা।

৩২. মহিলারা পুরুষসদৃশ পোশাক পরা।

৩৩. জেনা-ব্যভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া।

৩৪. চুরি করা।

৩৫. ডাকাতি করা।

৩৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

৩৭. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা।

৩৮. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া। তবে শরীয়তের হুকুম অমান্য হলে তাদের আনুগত্যের অনুমতি নেই।

৩৯. অকারণে নিরপরাধ প্রাণী ও মানুষকে হত্যা করা।

৪০. মিথ্যা শপথ করা।

৪১. ঘুষ দেওয়া।

৪২. ঘুষ নেওয়া।

৪৩. ঘুষের মুআমালায় যে কোনভাবে জড়িত হওয়া।

৪৪. মদ ও নেশাদ্রব্য পান করা।

৪৫. জুয়া খেলা।

৪৬. জোর-জুলুম ও অন্যায়-অবিচার করা।

৪৭. বিনা অনুমতিতে পরের জিনিস নেওয়া।

৪৮. সুদ নেওয়া।

৪৯. সুদ দেওয়া।

৫০. সুদের খাতা-পত্র লেখা।

৫১. সুদী মামলায় সাক্ষ্য দেওয়া।

৫২. মিথ্যা কথা বলা।

৫৩. আমানতের খিয়ানত করা।

৫৪. গান-বাজনা শোনা।

৫৫. বেগানা মহিলার প্রতি খারাপ খেয়ালে দেখা এবং একাকিত্বে বসা।

৫৬. ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

পাঠ– ১২

নেক কাজের নগদ ফায়দা

১. রিযিক বৃদ্ধি পায়।

২. বিভিন্ন প্রকারের বরকত লাভ হয়।

৩. সর্বপ্রকারের পেরেশানী ও দুঃখ-কষ্ট দূর হয়।

৪. সহজে উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

৫. নেকীর বরকতে যিন্দেগী মধুর ও আনন্দময় হয়।

৬. রহমতের বৃষ্টি হয়, মাল বৃদ্ধি পায়, বাগিচায় ফল হয় ও নহরের পানি বৃদ্ধি পায়।

৭. আল্লাহ তা'আলা মুমিন, সালেহ বান্দার থেকে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত দূর করিয়া দেন।

৮. মালের ক্ষতি হইলে উহার ক্ষতিপূরণ উত্তম বিনিময়ের দ্বারা পাওয়া যায়।

৯. নেক কাজে মাল খরচ করিলে মাল বৃদ্ধি পায়।

১০. দুশ্চিন্তা দূর হইয়া দিলে প্রশান্তি আসে।

১১. নেক কাজের বরকতে ওই ব্যক্তির আওলাদ ফরযন্দগণের উপর উহার উপকারিতা পৌঁছিয়া থাকে।

১২. যিন্দেগীতে গায়েবী সুসংবাদ শুনানো হয়।

১৩. ফেরেশতাগণ নেককার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বেহেশতের নেয়ামতসমূহের এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সুসংবাদ শুনান।

১৪. কতক নেক কাজের উসিলায় কোনো কাজ করা বা না করার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিলে যা করার মধ্যে মঙ্গল নিহিত সেই দিকে মন স্থির হয়।

১৫. কতক নেক কাজের উসিলায় সকল কাজের যিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বে নিয়া নেন।

১৬. দ্বীনদারির উসিলায় হুকুমত ও রাজত্ব স্থায়ী হয়।

১৭. কোনো কোনো মালী ইবাদতে আল্লাহর গোস্বা থামিয়া যায় এবং অপমৃত্যু হইতে বাঁচা যায়।

১৮. দু'আর দ্বারা বালা-মুসিবত দূর হয় এবং নেক কাজ করার বরকতে হায়াত বৃদ্ধি পায়।

১৯. সূরা ইয়াসিন পড়ার বরকতে সকল কাজে সফলতা লাভ হয়।

২০. সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করিলে খাদ্যাভাব থাকে না।

২১. ঈমানের বরকতে অল্প খাওয়াতে তৃপ্তি লাভ হয় এবং পেট ভরিয়া যায়।

২২. নেক আমলের বরকতে আল্লাহ তা'আলা নেককারের সাহায্যকারী ও ঘনিষ্ঠ হইয়া যান।

২৩. পূর্ণ ঈমানদারকে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি ইজ্জত দান করেন।

২৪. আল্লাহ তা'আলা তাহার মাখলুকের দিলের মধ্যে নেককারের মুহাব্বত ঢালিয়া দেন এবং দুনিয়াতে মকবুলিয়াত দান করা হয়।

২৫. নেক আমলকারীর জন্য কুরআন মাজীদ হেদায়াত ও শেফা স্বরূপ।

পাঠ– ১৩

গোনাহের নগদ ক্ষতি

১. পাপী ব্যক্তি ইলমে দ্বীন হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

২. রিযিকের মধ্যে সংকীর্ণতা আসে।

৩. পাপী ব্যক্তির মনে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয়।

৪. মানুষের প্রতিও আতঙ্ক থাকে। বিশেষত ঃ আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসতে অনীহা সৃষ্টি হয়।

৫. গোনাহগারের অধিকাংশ কাজে কঠিন সমস্যা দেখা দেয়।

৬. দিলে অন্ধকার সৃষ্টি হয়।

৭. দেহে ও মনে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

৮. নেক কাজের তাওফীক হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

৯. এক গোনাহ অন্য গোনাহের কারণ হয়। যার কারণে গোনাহের অভ্যাস হইয়া যায় এবং গুনাহ পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া যায়।

১০. তাওবার ইচ্ছা দুর্বল হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাওবা ছাড়াই মৃত্যু আসিয়া যায়।

১১. কিছুদিনের মধ্যে ওই গুনাহের খারাবী ও অশুভ পরিণতির কথা দিল হইতে বাহির হইয়া যায় এবং প্রকাশ্যে গুনাহ করিতে থাকে।

১২. যেহেতু প্রত্যেক গুনাহই আল্লাহর দুশমনদের কাহারো না কাহারো ওয়ারিস সূত্রে পাওয়া, এই জন্য পাপী ব্যক্তি ওই অভিশপ্ত জাতিসমূহের উত্তরাধিকার হইয়া যায়।

১৩. গোনাহগার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মর্যাদাহীন, অপদস্থ ও হীন হইয়া যায়। অধিকন্ত লোক সমক্ষেও তাহার কোনো মান-সম্মান থাকে না।

১৪. গোনাহের কুফল শুধু গোনাহগারের উপরই পড়ে না বরং উহার অশুভ ক্রিয়া অন্যান্য সৃষ্টির উপরও পড়ে। যেই কারণে জীব-জানোয়ার পর্যন্ত পাপী ব্যক্তির উপর লানত করে।

১৫. গোনাহের কারণে আকল-বুদ্ধির অবনতি ঘটে।

১৬. গোনাহগার ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লানতের মধ্যে শামিল হইয়া যায়।

১৭. গোনাহগার ব্যক্তি ফেরেশতাদের দু'আ-মাগফিরাত হইতে বঞ্চিত থাকে, ফসল ও ফল-ফলাদির বরকত কমিয়া যায়।

১৮. পাপের কারণে হায়া-শরম লোপ পাইতে থাকে। যখন মানুষ বেহায়া-বেশরম হইয়া যায়, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

১৯. আল্লাহ তা'আলার আযমত দিল হইতে বাহির হইয়া যায়।

২০. আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতসমূহ ছিনাইয়া নেওয়া হয় এবং বালা-মুসিবত ঘিরিয়া ধরে।

২১. গোনাহের কারণে ইজ্জত-সম্মানের উপাধিসমূহ ছিনাইয়া নেওয়া হয়।

২২. সকল শয়তান তাহাকে ঘিরিয়া ধরে এবং অতি সহজেই ওই ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজে ডুবাইয়া দেয়।

২৩. দিলের প্রশান্তি দূর হইয়া যায়। সব সময় ভয়-ভীতি লাগিয়াই থাকে।

২৪. গোনাহ করিতে করিতে ওই গোনাহ মজ্জাগত হইয়া যায়। এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, মৃত্যুর সময় কালিমা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ হয় না, বরং যেই কাজ দুনিয়াতে করিত উহাই মুখে উচ্চারিত হয়।

পুরুষের জন্য ১৪ জন মেয়ের সঙ্গে আজীবন বিবাহ হারাম, দেখা দেওয়া জায়েয।

১. মা। ২. পিতার মা- দাদী। ৩. মাতার মা- নানী। ৪. স্ত্রীর মা বা শাশুড়ি। ৫. দুধ মা। ৬. বোন। ৭. দুধ বোন। ৮. পিতার বোন বা ফুফী। ৯. মাতার বোন বা খালা। ১০. বেটি। ১১. ভাইয়ের বেটি বা ভাতিজি। ১২. বোনের বেটি বা ভাগ্নি। উক্ত তিন বেটির বেটি। ১৩. নাতনী। ১৪. পুতনী।

মহিলাদের জন্য ১৪ জন পুরুষের সঙ্গে আজীবন বিবাহ হারাম, দেখা দেওয়া জায়েয।

১. পিতা। ২. পিতার পিতা বা দাদা। ৩. মাতার পিতা বা নানা। ৪. স্বামীর পিতা বা শ্বশুর। ৫. দুধ পিতা। ৬. ভাই। ৭. দুধ ভাই। ৮. পিতার ভাই বা চাচা। ৯. মাতার ভাই বা মামা। ১০. বেটা। ১১. ভাইয়ের বেটা বা ভাতিজা। ১২. বোনের বেটা বা ভাগিনা। উক্ত তিন বেটার বেটা। ১৩. নাতী। ১৪. পুতী।

পাঠ–১৪

মাইয়েতকে গোছল দেওয়ার নিয়ম

তক্তা বা খাটের চতুর্দিকে ৩/৫/৭ বার লোবান বা আগরবাতির ধুঁয়া দিবে। তারপর মাইয়েতকে উহাতে রাখিবে এবং তাহার পরনের কাপড় খুলিয়া ফেলিবে। শুধু নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। মৃতকে সর্বপ্রথম ইস্তেঞ্জা করাইবে। হাতে কিছু কাপড় পেচাইয়া পানি দ্বারা লজ্জাস্থান-বাহ্যদ্বার ধৌত করিবে। সাবধান! স্পর্শ বা দর্শন করিবে না। উযুর নিয়মে উযুর অঙ্গগুলি ধোয়াইবে। নাক, মুখ, কান-এর ছিদ্র তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া নিবে।

যাহাতে পানি প্রবেশ করিতে না পারে। উজুর শেষে তুলা বা কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া নাকের ছিদ্র ও দাঁতের গোড়া ৩ বার মুছিয়া দিবে। জানাবাতওয়ালা মৃতকে ওই রূপে মুছিয়া দেওয়া ওয়াজিব। মাথায় চুল এবং দাড়ি সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করিবে। বাম কাতে শোয়াইয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত তিনবার, পুনরায় ডান কাতে শোয়াইয়া তিনবার, এমনিভাবে পানি ঢালিবে, যাহাতে নিচের পার্শ্বেও পানি পৌঁছিয়ে যায়। তারপর গোসলদানকারী নিজ শরীরের সহিত টেক লাগাইয়া একটু বসাইয়া ধীরে ধীরে সামান্য চাপ দিয়া পেটে মালিশ করিবে। যদি কিছু বাহির হয়, ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া ধুইয়া দিবে। পুনরায় উজু-গোসল দিতে হইবে না। বরই পাতাযুক্ত গরম পানি না পাইলে, স্বাভাবিক পানি দ্বারা গোসল দিবে। ৩ বার ধৌত করা সুন্নাত। ১ বার ধৌত করা ফরজ। তারপর মাইয়েতের শরীরের পানি মুছিয়া কাফন পরাইবে।

কাফনের নিয়ম

১. মাথা হইতে পা পর্যন্ত লেফাফা/বড় চাদর। ২. লেফাফা হইতে ৪ গিরা ছোট, ইযার/ছোট চাদর। ৩. গলা হইতে হাঁটুর অর্ধ পর্যন্ত, জামা। এই তিনটি পুরুষের জন্য। ৪. বোগল হইতে হাঁটু পর্যন্ত, সিনাবন্দ। ৫. সোয়া হাত এবং আড়াই হাত লম্বা, ছিরবন্দ। প্রথমে লেফাফা, তাপর ইযার, তারপর জামার পিঠের ভাগ বিছাইয়া লোবান ইত্যাদি দ্বারা ৩/৫/৭ বার ধুঁয়া দিবে। পুরুষ মৃতকে কাফনের উপর রাখিয়া প্রথমে জামা, তারপর প্রথমে ইযারের বাম পাশ, তারপর ডান পাশ এইভাবে লেফাফা পরাইয়া মাথা, পা ও মধ্যখানে গিরা দিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত আরও দুইটি কাপড় লাগিবে এবং মেয়েদের প্রথম লেফাফা, তারপর ইযার, তারপর ছিরবন্দ, তারপর সিনাবন্ধ, তারপর জামা পরাইবে। জামা পরাইবার পর মাথার চুল দুই ভাগে কাঁধের উপর দিয়া সিনার উপর রাখিবে। মাথা, নাক, কপাল, হাত, পায়ের তালু ও আঙ্গুলসমূহের মধ্যে কর্পূর দিয়া দিবে।

জানাযার ফরজ ৩টি

১. নিয়ত করা। ২. চার তাকবীর বলা। ৩. দাঁড়াইয়া জানাযা পড়া।

জানাযার সুন্নাত ৪টি

১. ইমাম মাইয়েতের সিনা বরাবর খাড়া হওয়া। ২. প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া। ৩. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পড়া। ৪. তৃতীয় তাকবীরের পর জানাযার দু'আ পড়া।

মাইয়েতের সিনা বরাবর দাঁড়াইয়া নিয়ত (আমি এই মাইয়েতের জানাযার নামায আদায় করিতেছি) করিয়া প্রথম তাকবীরে হাত উঠাইয়া হাত বাঁধিবে। বাকি তিন তাকবীরে হাত উঠাইতে হইবে না।

কবর খনন ও দাফনের নিয়ম

মাইয়েতের দৈর্ঘ্য হইতে এক হাত, প্রস্থ হইতে আধা হাত বড় করিয়া কবর খনন করিবে এবং কোমর-সিনা পরিমাণ গভীর করিবে।

দুই প্রকারের কবর করা যায়

লাহাদ : ক্বিবলার দিকের (পশ্চিম পার্শ্বের) নিচের অংশকে পশ্চিম দিকে এমনভাবে খুদিয়া নেওয়া যাহাতে ক্বিবলার দিকের অংশ ঢালু হইয়া যায় এবং মাইয়েতের সিনা ও চেহারা অনায়াসে ক্বিবলামুখী হইয়া থাকে।

শাক্ব : সিনা/কোমর পরিমাণ গভীর করার পর মাইয়েতের প্রস্থ অনুযায়ী মধ্যভাগ এক/দেড় হাত এমনিভাবে গভীর করা, যাহাতে ক্বিবলার বিপরীত দিক হইতে ক্বিবলার দিকের অংশ ঢালু হয় এবং মাইয়েতের সিনা ও চেহারা অনায়াসে ক্বিবলামুখী হইয়া থাকে।

দাফন : খাট কবরে ক্বিবলার দিকে (পশ্চিম পার্শ্বে) রাখিয়া প্রয়োজন মত ৩/৪ জন কবরের ভিতর নামিয়া ক্বিবলামুখী (পশ্চিমমুখী) হইয়া হাতে করিয়া মাইয়েতকে নামাইবে। মাইয়েতকে ক্বিবলামুখী (পশ্চিমমুখী) ডান কাইতে শোয়াইয়া এই দু'আ পড়িবে :

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

অতি উপকারী কতকগুলি বিষয় সংযোজন

অধম মোতারজেমের আরয, আমার মাননীয় পীর ও মোর্শেদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির এই কিতাবখানার সমাজে খুব বেশি চাহিদা। লোকেরা হযরত মোর্শেদ কর্তৃক কুরআন-হাদীস হইতে চয়নকৃত এই আমলসমূহ দ্বারা উপকৃত হইতেছে এবং দূর-দূর হইতে ইহার খোঁজে আসিতেছে। আমার প্রাণপ্রিয় মোর্শেদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হে মানুষ, তোমরা পীরদের তাবীয ও দু'আর প্রতি অনুরক্ত, তাহা হইলে স্বয়ং রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাসাল্লাম-এর প্রতি কত বেশি অনুরক্ত হওয়া দরকার এবং স্বয়ং প্রিয় নবীর বাতলানো দু'আ-কালাম কত বেশি উপকারী হইতে পারে? তাই নেহায়েত দামী ও উপকারী আরও কয়েকটি আমল হাদীছ শরীফ হইতে সংযোজন করা হইল।

এই সূরা পাঠ করিলে ১০ খতম কুরআনের ছাওয়াব ঃ

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি একবার সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক তাহাকে দশ বার কুরআন খতম করার ছাওয়াব দান করিবেন। (তিরমিযী শরীফ; মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ১৮৭)

এক মিনিটে এক খতম কুরআনের ছাওয়াব ঃ

হযরত আবুদ-দারদা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন : সূরায়ে এখলাছ একবার পাঠ করিলে পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করার ছাওয়াব পাওয়া যায়।

(মুসলিম শরীফ; মেশকাত শরীফ : পৃষ্ঠা : ১৮৫)

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছের আলোকে বলা হয় যে, এই সূরা তিন বার পাঠ করিলে এক খতম কুরআন শরীফের ছাওয়াব পাওয়া যায়।

এক হাজার আয়াতের ছাওয়াব ঃ

হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ফরমাইয়াছেন, সূরায়ে আলহাকুমুত-তাকাছুর পাঠ করিলে আল্লাহ্পাক তাহাকে এক হাজার আয়াত পাঠ করার ছাওয়াব দান করেন। (তাফসীরে মাযহারী ১০ম খণ্ড)

একশত নফল হজ্জের সাওয়াব ঃ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও সন্ধ্যায় ১০০ বার ছুবহানাল্লাহ পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক তাহাকে একশত নফল হজ্জের ছাওয়াব দান করবেন।

(মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ২০২)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

লক্ষণীয় যে, আমরা যদি প্রত্যহ উপরোক্ত সূরা বা তাছবীহ পাঠ করিয়া নিজের জীবিত বা মৃত পিতা-মাতা বা অন্যান্য মৃতদের জন্য ছাওয়াব বখশিশ করিয়া দেই, ইহাতে তাহারা কত বেশি উপকৃত হইবেন। হক্কানী আলেমগণ ছাওয়াব-রেছানীর যে সকল ভুল প্রথা হইতে বারণ করেন উহার বদলে আমরা আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাতলানো এ সকল দামী-দামী আমল নির্দ্বিধায় করিতে পারি।

প্রতি কদমে ১ বৎসরের নফল রোযা ও ১ বৎসরের নফল নামাযের ছাওয়াব ঃ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন (১) নিজের পোশাকাদি ভালোভাবে ধুইবে (২) এবং গোসল করিবে (৩) আগে আগে মসজিদে যাইবে (৪) হাটিয়া যাইবে, সওয়ার হইয়া নয় (৫) ইমামের নিকটে গিয়া বসিবে (৬) মনোযোগের সহিত খুতবা শ্রবণ করিবে (৭) কোনো অহেতুক কথা হইতে বিরত থাকিবে, (অতি সহজ এই ৭টি আমলের বরকতে) আল্লাহ পাক

তাহাকে তাহার প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বৎসরের নফল নামায ও এক বৎসরের নফল রোযার ছাওয়াব দান করিবেন।

(তিরমিযী; আবু দাউদ; নাসায়ী; ইবনে মাজাহ; মেশকাত, পৃষ্ঠা : ১২২)

দরূদে ইবরাহীমী উত্তম নাকি দরূদ লাখী বা দরূদে তাজ?

ধূমী খাঁ নামক এক ব্যক্তি হযরত শাহ্ আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ.-এর নিকট মুরীদ হওয়ার পর বলিল, হযরত! আমি তো দরূদে লক্ষী (লাখী) পড়ি, আপনি কোনটা পড়িতে বলেন, তিনি বলিলেন, ধূমী খাঁ! দরূদ লাখী, দরূদে তাজ এইগুলি হইল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো না কোনো গোলামের হাতের তৈরি, আর দরূদে ইবরাহীম স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৈরি। এখন তুমিই বল যে, গোলামের বানানো দরূদ উত্তম নাকি স্বয়ং নবীজির বানানো দরূদ? ধূমী খাঁ বলিল, হযরত! কোথায় আমার পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর কোথায় তাঁহার গোলাম? হযরত বলিলেন, ধূমী খাঁ! তাহা হইলে যতক্ষণ তুমি দরূদে লাখী বা দরূদে তাজ পড়িতে, ততক্ষণ তুমি স্বয়ং প্রিয় নবীজীর দেওয়া দরূদ শরীফ দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করিও। ধূমী খাঁ খুশিতে বাগবাগ হইয় গেল। (আমার মোর্শেদ হইতে বর্ণিত।)

দরূদে ইবরাহীমী ঐ দরূদকে বলে যাহা আমরা নামাযের শেষ বৈঠকে আত্ তাহিয়্যাতুর পরে পড়িয়া থাকি। অর্থাৎ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

সবচেয়ে ছোট দরূদ শরীফ ঃ

হযরত আবূ বুরদাহ রাযি. বলেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের যে কোনো লোক যদি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্পাক তাহার প্রতি

দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি উচ্চ মর্তবা দান করেন, আমলনামায় দশটি নেকি লেখেন এবং দশটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

(নাসায়ী শরীফ; মাআরেফুল হাদীছ)

আমরা অন্তত ঃ নিম্নে বর্ণিত সর্বাধিক ছোট এই দরূদ শরীফটি দ্বারাও এত বড় এই ফযীলত হাসিল করিতে পারি–

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ-

ছাল্লাল্লাহু আলান্-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

আমার পীর ও মোর্শেদ আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এই দরূদ শরীফ প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করার উপদেশ দেন।

বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের, আগুন ও সব ধরনের বিপদ হইতে নিরাপদ থাকার দোআ ঃ

কেহ আসিয়া হযরত আবুদ-দারদা (রাযি.)কে সংবাদ দিল যে, আগুন লাগিয়া আপনার ঘর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। হযরত আবুদ-দারদা একেবারে কোনোরূপ উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন, কখনও না, আল্লাহ পাক কিছুতেই এরূপ করিবেন না। কারণ, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে এই দোআটি পাঠ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল বিপদ হইতে হেফাযতে থাকিবে, কোনো বিপদই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাহার নিজের মধ্যে, তাহার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ও তাহার ধন-সম্পদের মধ্যে কোনো বিপদ-আপদ দেখা দিবে না। আজ সকালে আমি এই দোআটি পাঠ করিয়াছি। অতএব, আমার ঘরে কিরূপে আগুন লাগিতে পারে? অতঃপর তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা যাইয়া দেখিয়া নাও। সকলের সঙ্গে তিনিও ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, সত্যই মহল্লায় আগুন লাগিয়াছিল এবং হযরত আবুদ-দারদার ঘরের

চতুর্দিকের ঘরসমূহ পুড়িয়া গিয়াছে, অথচ মধ্যস্থলে তাঁহার ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিয়াছে। দোআটি এই—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ـ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا .

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার রব্ব, আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা। আপনি আরশে আযীমের মালিক। আল্লাহ যা চান, তা হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না। মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ পাকের সাহায্য ব্যতীত না গুনাহ্ হইতে বাঁচার কোনো উপায় আছে, না ইবাদত করার কোনো শক্তি আছে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্পাক সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তাহার জ্ঞান সব কিছুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

(উছওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃষ্ঠা : ৩১১)

জাহান্নাম হইতে মুক্তির দোআ ঃ

হযরত মুসলিম তামীমী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপে চুপে ফরমাইয়াছেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায শেষ কর তখন কাহারও সহিত কথা বলার আগেই সাত বার এই দোআ পাঠ করিও—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ-

যদি তুমি তাহা পাঠ কর, আর ঐ রাত্রেই তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তোমার জন্য জাহান্নাম হইতে 'মুক্তি' লিখিয়া দেওয়া হইবে। ফজরের নামাযের পরও যদি অনুরূপ (কাহারও সহিত কথা বলার আগেই) এই দোআ পাঠ কর, আর ঐ দিনই তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তোমার জন্য জাহান্নাম হইতে 'মুক্তি' লিখিয়া দেওয়া হইবে।

(আবূ দাউদ শরীফ; মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ২১০)

যেই দোআর ছাওয়াব এক হাজার দিন পর্যন্ত লেখা হয় ঃ

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

যে ব্যক্তি (একবার) এই দোআ পাঠ করিবে, ইহার ছাওয়াব সত্তর (৭০) জন ফেরেশতাকে এক হাজার দিন পর্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত করিয়া দিবে। অর্থাৎ এক হাজার দিন পর্যন্ত লাগাতার উহার ছাওয়াব লিখিতে লিখিতে তাহারা ক্লান্ত হইয়া যান।

দোআটি এই—

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ-

(তাবরানী, তারগীব ও তারহীব, ফাযায়েল দরূদ ৪৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্পাক আমাদিগকে আমল করার তওফীক দান করুন।

সমাপ্ত